স
:
।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

মূল্য ২৫ নয়া পয়সা

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১৯৪০

প্রকাশক—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ—সেপ্টেম্বর-১৯৬২

ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের লিখিত ‘ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব’ নামের পুস্তিকাখানি নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আমাকে অনুরোধ করেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া নূতন একখানি পুস্তিকা যেন লিখিয়া দিই। এই পুস্তিকায় সেই অনুরোধ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহা নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে ; কেবল প্রথম পূর্ণাঙ্গ [illegible] পৃঃ ২৬—৩১), পারিবারিক উপাসনা (পৃঃ ৩৭—৪১), ও বিবিধ অবস্থায় প্রার্থনা (পৃঃ ৪১—৪৬) প্রধানতঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা হইতে, এবং দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ উপাসনা (পৃঃ ৩১—৩৬) পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের রচনা হইতে সঙ্কলিত।

কলিকাতা
মে ১৯৪০

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সূচী পত্র

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ

প্রথম অধ্যায়

মত ও বিশ্বাস

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য

ঈশ্বর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; তিনি এক ও চিন্ময়। তাঁহার সমান বা অংশী কেহ নাই; তাঁহার মূর্ত্তি কেহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। ঈশ্বর এক, ও সমুদয় মানবমণ্ডলী পরস্পরের ভাই ভগিনী,—ইহাই ব্রাহ্মের মূল মন্ত্র।

ঈশ্বর

ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, তাহাতেই এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইল; তিনি ইচ্ছা করিলেন, তাহাতেই প্রাণী ও মনুষ্য উৎপন্ন হইল।

উপকরণ ও সহায়তা ব্যতীত ইচ্ছা মাত্রে যাহা হয়, তাহাকে সৃষ্টি বলে; এবং উপকরণ ও সহায়তা লইয়া যাহা হয়, তাহাকে নির্ম্মাণ বলে। ঈশ্বর স্রষ্টা; নির্ম্মাতা মাত্র নহেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে এই সৃষ্টিক্রিয়া নিত্য চলিতেছে। তাঁহার সৃষ্টির বিচিত্র প্রণালীকেই যুগে যুগে 'মাধ্যাকর্ষণ' প্রভৃতি নানা মহানিয়ম রূপে জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতেছে ও প্রচার করিতেছে।

ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। যাহা কিছু আছে ও যাহা কিছু ঘটিতেছে, সে সকলের মূল তিনি। এ সমুদয় তাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহার মধ্যে ও তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত আছে। এ সমুদয়ই চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী; এ সমুদয়ই স্থানে ও কালে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর নিত্য; তিনি স্থান, কাল ও ঘটনার অতীত।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের অংশ নাই, অবতার নাই। তাঁহার আর কাহারও সাহায্য লইবার প্রয়োজন নাই। কাহারও সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না। কোনও বস্তু তাঁহার এমন সদৃশ নয় যে, সে বস্তুকে তাঁহার উপমা বা প্রতিমা বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর নিরাকার ও নিরবয়ব। তাঁহার কোন বাহ্য আকৃতি বা অবয়ব নাই। তবে আমরা কেমন করিয়া জানি যে ঈশ্বর আছেন? আমাদের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা প্রভৃতির কোন আকার নাই; ঈশ্বরেরও কোন আকার নাই। আমাদের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা প্রভৃতি চিন্ময় বস্তু; ঈশ্বরও তেমনি চিন্ময় পুরুষ। আমাদের জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা আমরা অন্তর দিয়া অনুভব করি; তাই, এ সমুদয় যে সত্য, এ সমুদয় যে আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। সেইরূপ, জ্ঞান প্রীতি ও ইচ্ছা পালন দ্বারা ঈশ্বরকে অন্তরে জানা যায় ও অনুভব করা যায়; তাই, তিনি যে সত্য, তিনি যে আছেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করি।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি সকল স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি সর্ব্বাশ্রয়। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি তৃণও থাকিতে পারে না। তিনি আপনার মধ্যে সকলকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছেন।

ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ। নানা জীবজন্তু-সংবলিত সুবিশাল বিশ্ব তাঁহারই কৌশলে কৃত। তিনি চির-জাগরিত। প্রাণিগণের নিদ্রা আছে, কিন্তু তিনি অনিদ্র, সদা চৈতন্যময়, নিত্যক্রিয়াশীল। তিনি

সর্ব্বদর্শী, তাঁহা হইতে কিছুই গোপন রাখা যায় না। অন্ধকারময় স্থানেই হউক, জনশূন্য বনে কি প্রান্তরেই হউক, তাঁহার অগোচর কোথাও কিছুই নাই। যাহা করা যায়, বা ভাবা যায়, তিনি তাহার সমুদয়ই জানিতে পারেন।

ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ। তাঁহার সীমা নাই; তিনি কোনও দেশে বা কালে আবদ্ধ নহেন। তাঁহার শক্তি অসীম। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি অসীম। অপর যত কিছু দেখিতেছি, সকলেরই সীমা আছে; বিস্তীর্ণ আকাশ এবং মহাসমুদ্র,—ইহাদেরও সীমা আছে। কিন্তু তাঁহার সীমা নাই; এ সমুদয় তাঁহারই মধ্যে বিদ্যমান।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার ইচ্ছাতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও সমুদয় প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারই শক্তিতে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি আকাশে থাকিয়া আলোক দান করিতেছে, এবং প্রাণিসকল প্রাণধারণ করিতেছে। সর্ব্বত্র তাঁহারই শক্তির কার্য্য।

ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ। তিনি কখনও কোনও অশুভকর কার্য্য করেন না। মঙ্গলই তাঁহার স্বভাব; মঙ্গলই তাঁহার কার্য্য। দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি যে-সকল ব্যাপারকে মানুষ অমঙ্গলকর বলিয়া মনে করে, তাহার মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত থাকে। কখনও আমাদিগকে ধন, সুখ, স্বাস্থ্য, জীবন প্রভৃতি দান করাতে আমাদের মঙ্গল; কখনও বা এ সকল না দেওয়াতে বা কাড়িয়া লওয়াতেই আমাদের মঙ্গল। যাহা মঙ্গল, তাহাই ঈশ্বর করেন।

ঈশ্বর করুণাময়। মাতৃগর্ভে জীবসকলের রক্ষা ও পোষণ তিনিই করেন। জীবকে পৃথিবীতে আনিবার পূর্ব্বে তিনিই তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখেন। তিনিই পিতামাতার প্রাণে স্নেহ দান করেন। এ সবই তাঁহার করুণার চিহ্ন।

ঈশ্বর ন্যায়বান্। তিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করেন। তাঁহার বিচারে পক্ষপাতিতা নাই।

ঈশ্বর পুণ্যস্বরূপ; পাপ তাঁহাতে সম্ভবে না। তিনি নির্ম্মল। তিনি পরমসুন্দর। জড় জগতে ও উন্নত মানবচরিত্রে যত সৌন্দর্য্য, সে সকলের উৎস তিনি।

ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। তাঁহাতে চির আনন্দ বিদ্যমান। ভালবাসিয়া ও আনন্দে তিনি বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছেন। তাই তাঁহার কাছে থাকিলে আমরাও আনন্দে থাকি।

মানুষের জীবনে দরিদ্রতার ক্লেশ, রোগের যাতনা প্রভৃতি যত দুঃখ আছে, ঈশ্বরের নিকটে থাকিলে সবই দূর হয়। অন্য সকল প্রকার সুখই ক্ষণিক; কিন্তু ঈশ্বর-সহবাসের যে আনন্দ, তাহা নিত্য, পূর্ণ এবং নির্ম্মল।

আত্মা

আমি আছি, এ জ্ঞান সকল মানুষেরই আছে। এই 'আমি' শরীর নই, রক্ত মাংস নই, চক্ষু কর্ণ বা কোন ইন্দ্রিয় নই। কিন্তু আমিই চক্ষুর দ্বারা দেখি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করি, শরীরের দ্বারা সমুদয় অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করি। যে-আমি এইরূপে দর্শন করি, শ্রবণ করি, চিন্তা করি, যে-আমি হিতাহিত বুঝিতেছি, যে-আমি সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছি, যে-আমি পূর্ণের দিকে যাইবার জন্য লালায়িত, সেই আমিই আত্মা।

পরমাত্মাকে জানা ও তাঁহার সঙ্গে নিত্য প্রেমযোগে যুক্ত থাকা আত্মার চরম লক্ষ্য। এই জন্য আত্মা সেই জ্ঞানময় প্রেমময় পুণ্যময় পরম পুরুষেরই সদৃশভাব-সম্পন্ন হইয়া, অথচ অপূর্ণ ও সীমাবিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে।

আত্মা অমর। শরীর যখন বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ শরীরের ক্রিয়া যখন শেষ হয়, এবং শরীরের পরমাণুসকল যখন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও আত্মা থাকে। আত্মা এখনও যেমন ঈশ্বরেতে আছে, তখনও তেমনই ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। এখন শরীরের সহিত সংযুক্ত, তখন শরীরবিহীন, এই মাত্র প্রভেদ।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ

ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিত, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ। পরমেশ্বর উপাস্য, মানবাত্মা উপাসক; পরমেশ্বর মানবাত্মার আশ্রয়, আত্মা তাঁহার আশ্রিত। ইহাই উভয়ের মধ্যে নিত্যকালের সম্বন্ধ। আশ্রয় ও আশ্রিত, দাতা ও গ্রহীতা, প্রেরক ও প্রেরিত, চালক ও চালিত, ইত্যাদি নানারূপ সম্বন্ধ ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে।

ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার এই অচ্ছেদ্য যোগের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া, এবং প্রাচীন 'সোঽহং' বাক্যের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কেহ কেহ বলেন, "আমিই সেই পরব্রহ্ম"। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী মত।

মানবাত্মাতে অজ্ঞতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি বর্ত্তমান। কিরূপে তাহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইতে পারে? বিশেষতঃ "আমিই ব্রহ্ম" এই মত সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-চেষ্টার অন্তরায় ও ধর্ম্মসাধনের বিরোধী। এই মত মানিলে কে কাহার উপাসনা করে, কে কাহাকে প্রেম ভক্তি অর্পণ করে, কে কাহার নিকটে প্রার্থনা করে?

মানুষের ভ্রাতৃত্ব

পরমেশ্বর সমুদয় মানবজাতির পিতামাতা। সুতরাং সমুদয় মানব পরস্পরের ভাই ভগিনী।

জাতিভেদ প্রথা অসত্যে ও অন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। পশুতে ও মানবে, কিংবা পশুতে ও পক্ষীতে যাদৃশ ভিন্নতা লক্ষিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে সেরূপ কোন পার্থক্য নাই। 'জাতি' বলিয়া যত বিভেদ, সমুদয় মনুষ্যসৃষ্ট ও কৃত্রিম।

জন্মহেতু কোনও মানুষ উচ্চ বা নীচ নহে। সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরদত্ত আত্মা আছে; প্রত্যেক মানুষেরই ঈশ্বরদত্ত সমুদয় সম্পদ লাভের অধিকার আছে। এই স্বাভাবিক অধিকার হইতে কোনও মানুষকে বঞ্চিত করিলে ঘোর অপরাধ হয়।

জাতিভেদ প্রথা যেমন ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তেমনই সংসারে উন্নতি লাভের প্রতিকূল। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যাদি দ্বারা মানবসমাজে যে ঐহিক উন্নতি হইতে পারে, জাতিভেদ প্রথা তাহাতে বিঘ্ন ঘটায়! জাতিভেদ প্রথাতে ভিন্ন জাতির স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করা বা ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া অবিধি। এই কারণে জাতিভেদ প্রথা মনুষ্য-গণের পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপনের বিষম প্রতিকূল। জনসমাজ হইতে এই প্রথা সর্ব্বতোভাবে উঠিয়া যাওয়া প্রয়োজন। ইহা ধর্ম্মের মহাশত্রু, প্রেমের মহাশত্রু, ভ্রাতৃভাবের মহাশত্রু, জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির মহাশত্রু।

ঈশ্বরের নিকট যেমন জাতিহেতু কেহ উচ্চ কেহ নীচ নয়, তেমনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ও সাধারণ শ্রেণীর বলিয়া কিংবা ধনী ও দরিদ্র বলিয়া কোন ভেদ নাই। ঈশ্বর কেবল সকলের হৃদয় ও আচরণ দেখেন, এবং তাহা দ্বারাই মানুষের উচ্চ নীচ বিচার করেন।

উপাসনা ও প্রার্থনা

ঈশ্বরের উপাসনা সম্পূর্ণরূপে অন্তরেরই ব্যাপার। ইহার জন্য বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। যদি সুন্দর পুষ্প পত্রাদি, সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সম্মুখে রাখিলে মন অধিক সহজে ঈশ্বরের দিকে গমন করে, তবে তাহা রাখিতে দোষ নাই; কিন্তু ঐ পুষ্পাদি উপাসনার উপকরণ নহে।

ঈশ্বরের উপাসনা কিরূপে করিতে হয়? ঈশ্বর আমাদের নিত্য সন্নিহিত, এবং তিনি আমাদের অন্তরের নিবেদন গ্রহণ করিবার জন্য নিত্য উৎসুক, ইহা অনুভব করিয়া তাঁহার স্বরূপ চিন্তন ও আরাধনা, নীরবে তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি, তাঁহার আলোকে আত্মপরীক্ষা, তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাত হইবার ও তৎসাধনে আপনাকে নিয়োগ করিবার জন্য ঐকান্তিক সঙ্কল্প, তাঁহার নিকটে ব্যাকুল প্রার্থনা,—এই সকলের দ্বারাই তাঁহার উপাসনা হয়।

অনুকূল স্থানে এবং অনুকূল সময়ে উপাসনা করাই প্রশস্ত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন যেখানে মন ব্যাকুল হইবে, সেই সময়ে ও সেই স্থানেই ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা উচিত। ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাই মানবের পারত্রিক ও ঐহিক কল্যাণ হয়।

উপাসনা দুই প্রকারের,—একাকী ও মিলিত। একান্ত মনে একাকী পরমেশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক; এবং সমবিশ্বাসিগণের এবং পরিবারস্থ সকলের সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়াও ঈশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক।

উপাসনা করিতে হইলে প্রথমেই চিত্তকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিতে হয়, এবং ব্রহ্মসহবাসে থাকিবার আকাঙ্ক্ষাকে অন্তরে প্রবল করিয়া তুলিতে হয়। মিলিত উপাসনার সময়ে এই প্রয়াসকে 'উদ্বোধন' বলা হয়।

ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন, ইহা অনুভব করিয়া তাঁহার স্তুতি করা এবং তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করার নাম 'আরাধনা'। আরাধনা উপাসনার অতি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। আরাধনার দ্বারা আত্মা ক্রমশঃ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত থাকিতে, তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইতে ও তাঁহার প্রেমানুভূতিতে অভ্যস্ত হইতে শিক্ষা করে।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যের এবং তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে নীরবে মনকে মগ্ন করার নাম 'ধ্যান'।

আরাধনা ও ধ্যান অনুকূল সময়ের ও অনুকূল স্থানের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু প্রার্থনার জন্য অনুকূল স্থান কালের অপেক্ষা নাই; প্রার্থনা সর্ব্বদাই করিতে হয়। 'প্রার্থনা' অর্থ শুধু যাচ্ঞা নহে। ঈশ্বরকে নিরন্তর স্মরণ করা, তাঁহার আলোকে আত্মপরীক্ষা করা, আপনার সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক তাবৎ অবস্থা তাঁহার নিকটে নিবেদন করা, তাঁহার ইচ্ছা বুঝিবার ও পালন করিবার জন্য সঙ্কল্প করা, অপরাধের জন্য অনুতাপ ও আত্মসংশোধনের জন্য চেষ্টা করা, এবং সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বরের নিকটে আলোক ও বল ভিক্ষা করা,—এ সমস্তই প্রার্থনার অন্তর্গত। সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় এই ভাবে প্রার্থনায় নিযুক্ত হইতে হয়।

সমবেত উপাসনার ও প্রার্থনার কয়েকটি আদর্শ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।

শাস্ত্র

সত্যই ব্রাহ্মের শাস্ত্র। প্রচলিত কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই সর্ব্বাংশে সত্যে পূর্ণ নহে, এবং প্রচলিত কোনও একখানি মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থে সকল মানুষের সকল অবস্থার উপযোগী উপদেশ লাভ করা সম্ভব নহে।

এজন্য প্রচলিত কোন ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষকে ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত বা একমাত্র শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। পৃথিবীতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, অথবা হইবে, তাহার মধ্যে যাহা কিছু সত্য আছে বা থাকিবে, সে সমুদয়ই ব্রাহ্মের শাস্ত্র।

প্রচলিত কোন শাস্ত্রই অপৌরুষেয় বা ঈশ্বর-লিখিত নয়; সমুদয় শাস্ত্রই মনুষ্য-লিখিত। মনুষ্য অল্পজ্ঞান বলিয়া অল্পাধিক পরিমাণে ভ্রান্ত; সুতরাং তাহাদের লিখিত শাস্ত্রও অল্পাধিক পরিমাণে ভ্রমযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আপনার শাস্ত্রকে ঈশ্বর-লিখিত, বা ঈশ্বর-আদেশে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের লিখিত বলিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যায় যে তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসকলের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বাংশে ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই; এমন কি, একখানি মাত্র গ্রন্থেরও সর্ব্বাংশে ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই। তবে, কি প্রকারে সেই গ্রন্থসকল সমগ্রভাবে ঈশ্বরপ্রদত্ত কিংবা ঈশ্বরাদিষ্ট হইতে পারে? ঈশ্বর-লিখিত কিংবা পূর্ণরূপে তাঁহার আদেশের অনুগত হইয়া লিখিত হইলে সর্ব্বাংশেই ঐক্য থাকিত।

এই বিচিত্রতা যে সকল ক্ষেত্রে দোষের, তাহা নহে। কিন্তু এই বিচিত্রতা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মশাস্ত্রসকলে ঈশ্বরের প্রেরণা ও মানুষের ভাব (অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থে একাধিক যুগের একাধিক মানুষের ভাব) মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

গুরু

যাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা অথবা সাহায্য লাভ করা যায়, তিনিই গুরু। তাঁহার নিকটে সে জন্য অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।

ঈশ্বরের রাজ্যে প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের নিকটে শিক্ষার্থী হওয়া আবশ্যক হয়। কোনও মানুষ সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত নহেন, অথবা কেহই সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা দান করিতে সমর্থ নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্রান্ত গুরুবাদ অথবা 'মন্ত্রদাতা গুরুর' মত স্বীকার করেন না।

মানবগণ পরস্পরের সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু কেহই কাহাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। মানুষকে 'পরিত্রাতা' বলিয়া গণ্য করা মহাভ্রান্তি।

মধ্যবর্ত্তী ও প্রেরিত

ব্রাহ্মধর্ম্মে মধ্যবর্ত্তী নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের বা কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়া না হইলে ঈশ্বরকে লাভ করিতেই পারা যায় না—এরূপ মত এ ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। উপদেষ্টাগণ যদি মানবকে ঈশ্বরের সহিত এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন, তবেই তাঁহারা বন্ধু; নতুবা নহেন।

কোন বিশেষ ব্যক্তি মানবগণের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকেন, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে অন্য সকলে সেই বিশেষ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে,—এরূপ মত ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত নহে। সকলেই ঈশ্বর-প্রেরিত; সকলেই ঈশ্বরের অনুসরণ করিবে। অবিচারে অন্ধ ভাবে কোনও মানুষের অনুসরণে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটে।

আদেশ

পরমেশ্বরের আদেশই ব্রাহ্মের নিয়ামক শাস্ত্র। ঈশ্বর কি জন্য তাঁহার কোনও বিশেষ সন্তানকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং কোন্

অবস্থায় সে কি করিবে, তদ্বিষয়ে বুদ্ধির, প্রজ্ঞার, ও বিবেকের পথ দিয়া স্বাভাবিক প্রণালীতে ঈশ্বর নিয়ত তাহার অন্তরে আদেশ করিতেছেন। যে-মানুষ সর্ব্বদা ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া কাজ করেন, তিনি ধন্য!

ঈশ্বর প্রত্যেক মানবের অন্তরে নিয়ত বাস করেন; তিনি প্রত্যেক মানবের অন্তরেই তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রেরণ করেন। জ্ঞানে অথবা ধর্ম্মজীবনে অধিক অগ্রসর মানুষেরা জ্ঞান লাভ বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন বটে; কিন্তু "আমার সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি" তাহার অনুভূতি বিষয়ে অপর কেহই সহায়তা করিতে পারেন না। একান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বীয় অন্তরেই সে-অনুভূতি লাভ করিতে পারা যায়। তাহার জন্য গুরুর বা সাধুর নিকটে গমন করা নিষ্ফল।

সুখ-দুঃখ; দুঃখবাদ ও আনন্দবাদ

জীবমাত্রের জীবনে সুখ দুঃখ, রোগ শোক, জরা মরণ প্রভৃতি আছে। যাহা নিবার্য্য, তাহা নিবারণ করিবার জন্য আমরা যত্ন করিব, যাহা সহ্য করিতে হইবে তাহা ধৈর্য্য ও বীর্য্যের সঙ্গে আমরা সহ্য করিব, ঈশ্বরের ইহাই অভিপ্রায়। কেবল সুখে থাকিলে মানুষ উন্নত মনুষ্যত্ব, উন্নত ধর্ম্মজীবন, অথবা ঈশ্বরের গভীর পরিচয় লাভ করিতে পারে না।

এই সত্যটি উপলব্ধি না করিয়া প্রাচীন কালে অনেকে বলিতেন, "জগৎ দুঃখময়; সেই দুঃখ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাক; যাহাতে দুঃখ অনুভব না করিতে হয়, এমন সাধনা কর। দুঃখনিবৃত্তিই ধর্ম্মসাধনের লক্ষ্য।" ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই মত গ্রহণ করেন না।

নিবার্য্য দুঃখ দূর করিতে, ও যাহা অনিবার্য্য তাহা ধৈর্য্যের সঙ্গে বহন করিতে চেষ্টা করিয়া মানবজীবনে বীরত্ব জন্মে, মানুষে মানুষে সহানুভূতি প্রবল হয়, মানবীয় প্রেম গাঢ়তা লাভ করে। ইহা দুঃখের কল্যাণের দিক।

যেমন দুঃখনিবৃত্তি ধর্ম্মের লক্ষ্য হইতে পারে না, তেমনি সুখলাভও ধর্ম্মের লক্ষ্য হইতে পারে না। জ্ঞান ভক্তি যোগ ধ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনের অঙ্গসকল বিমল আনন্দের আধার, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আনন্দ ধর্ম্মসাধনের ফল; ধর্ম্মসাধনের লক্ষ্য নহে। সে আনন্দকে ধর্ম্মসাধনের লক্ষ্য করিলে ধর্ম্মসাধন নিকৃষ্ট হইয়া যায়।

জ্ঞান প্রীতি ও আনুগত্যের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য যোগই ধর্ম্মের লক্ষ্য। সুখ দুঃখ উভয় অবস্থায় ঈশ্বরের সহিত এই যোগ রক্ষা করিতে হইবে।

পাপ ও পুণ্য

ঈশ্বরের অনুগত হইয়া বিবেকানুমোদিত কার্য্য করার নামই পুণ্য। তাহাতেই ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও ঈশ্বর-সহবাস লাভ হয়! ঈশ্বর পুণ্য-স্বরূপ; তাঁহার আনুগত্য, ও তজ্জনিত তাঁহার প্রসন্নতা ও তাঁহার সান্নিধ্যই মানবের পক্ষে পুণ্য। যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ ও বিবেক-বিরুদ্ধ আচরণ করি, তখনই পাপ করি। যাহা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, এমন ভাব, এমন ইচ্ছা, এমন আচরণই পাপ।

মানব নিজ পাপ পুণ্যের জন্য নিজেই দায়ী; কেন না, সে স্বাধীন। তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তিও আছে, এবং ভাল অথবা মন্দ, দুইয়ের যে-কোনও একটি অবলম্বন করিবার স্বাধীনতাও আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই মানব পাপ করিলে দণ্ড এবং পুণ্য করিলে পুরস্কার লাভ করিবে।

পুনর্জ্জন্ম

যাঁহারা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া আত্মা পুনরায় এই পৃথিবীতেই আসিবে; আসিয়া পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব রূপে, কিংবা নব-জাত মানব শিশু রূপে, শরীরান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক এ জন্মের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিবে; এবং পূর্ব্বতন কোনও জন্মের ফল ভোগ করিবার জন্য আমরা এই জন্ম লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মগণ এ প্রকার শরীরান্তর গ্রহণে বিশ্বাস করেন না।

পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণের কোন প্রমাণ নাই। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন, তাঁহারা কেহই বলিতে পারেন না যে পূর্ব্ব জন্মে তাঁহার অবস্থা কিরূপ ছিল। কোন্ পাপের বা কোন্ পুণ্যের ফলে মানুষ এই জন্ম লাভ করিয়াছে ও বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা না জানিলে তাহার পাপের দণ্ড বা পুণ্যের পুরস্কার কিছুরই ভোগ হয় না। দণ্ড দিয়া সংশোধনের উদ্দেশ্যও সফল হয় না; কারণ, কোন্ অপরাধে কোন্ শাস্তি পাইতেছি, তাহা না জানিতে পারিলে সে পাপ পরিত্যাগের প্রবৃত্তি হয় না। এরূপ দণ্ডদান ঈশ্বরের স্বরূপ বিরুদ্ধ। তিনি পরম করুণাময়; সংশোধনের অভিপ্রায় ভিন্ন অকারণ শাস্তি দেওয়া তাঁহার প্রকৃতি নহে। অতএব পাপের শাস্তি বা পুণ্যের পুরস্কার পুনর্জ্জন্ম দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

তদ্ব্যতীত, ইহজন্মের সুখ-দুঃখের হিসাব কে করিতে পারে? যাহার জন্ম ধনীর গৃহে, সেও ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আবার দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াও অনেকে পরম সুখে আছে। ইহজন্মের সুখ দুঃখের হিসাব করাই যখন একান্ত অসম্ভব, তখন কোনও ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বজন্মের কৃত পুণ্য বা পাপের ফলে ইহজন্মে অমুকের ঘরে জন্মিয়াছে, অথবা অমুক প্রকারে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা আরও অসম্ভব।

এ জন্মে কোনও মানুষের কোনও বিশেষ অবস্থাটি কেন হইল, তাহার মীমাংসা কেহ করিতে পারে নাই, কখনও করিতে পারিবে না। তবে, বৃথা পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করিয়া কি লাভ ?

তদ্ভিন্ন, যে-মানুষ একবার এ পৃথিবীতে জ্ঞানাদিতে কিয়ৎ পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইল, দেহত্যাগের পর আবার তাহাকে অজ্ঞান শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইলে, উন্নতির পর তাহার আবার অবনতি হইল, ইহাই মানিতে হয়। ন্যায়বান্ ঈশ্বর এরূপ কখনও করেন না। সুতরাং পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাসের অযোগ্য কল্পনা মাত্র।

প্রায়শ্চিত্ত

বাহিরের কোন কার্য্যে মানবাত্মা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। অন্তরের পরিবর্ত্তন দ্বারাই মানবাত্মা শুদ্ধ হয়।

পাপাচরণ করিলে, পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাহিতে হইবে; তাঁহার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, "প্রভু, আমি আর পাপের পথে যাইব না"; এবং "অন্তরকে শুদ্ধ করিতে আমাকে বল দাও", এই ভাবে তাঁহার নিকটে ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে। এরূপ করিলে ক্রমে তাঁহার অপার করুণাগুণে পাপ হইতে নির্ম্মল হওয়া যাইবে। তাহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মুক্তি ও অনন্ত উন্নতি

'মুক্তির' অর্থ মোচন; কিন্তু তাহা কোন বাহ্য বন্ধন হইতে, অথবা পৃথিবীতে জন্মরূপ বন্ধন হইতে, অথবা কোন দণ্ডভয় হইতে মোচন নহে; সকল প্রকার পাপকার্য্য, পাপ চিন্তা, ও পাপ ইচ্ছা হইতে

মোচন। জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আত্মা যখন স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই আত্মাতে মুক্তির অবস্থা হয়। মানবাত্মা অনন্ত কাল এই মুক্তির পথে চলিবে।

আত্মা অপূর্ণ, ঈশ্বর পূর্ণ; ঈশ্বরের দিকে, পূর্ণের দিকে, আত্মা অনন্ত কাল চলিতে থাকিবে। সে গতির বিরাম নাই। 'মুক্তি' নামক কোন চরম অবস্থা নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবাত্মার অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস করেন।

পরকাল

দেহের মৃত্যুতে আমি বিনষ্ট হইব না, এ জ্ঞানই পরকালের বিশ্বাসের মূল। আত্মা অমর। আত্মার আকাঙ্ক্ষা অসীম, উন্নতির আদর্শ অনন্ত। সে আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ ইহজীবনে সমগ্র ভাবে পূর্ণ হয় না। মানবের এই অনন্ত আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা হইতেই জানা যায় যে পরকাল আছে। স্বয়ং ঈশ্বর মানবাত্মাতে এইরূপ প্রকৃতি ও আশা রোপণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যে আশা প্রদান করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা পূর্ণ হইবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

পাপ ও পুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার মানুষ আকাঙ্ক্ষা করে। তাহা এই জীবনে পূর্ণ হয় না। পৃথিবীতে অনেক পাপের উপযুক্ত দণ্ড ও সংশোধন হয় না; আবার অনেক পুণ্য কর্ম্মের উপযুক্ত পুরস্কার এবং তাহার পরে আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণে উন্নতি লাভ সম্ভব হয় না। এই পার্থিব জীবনে আমাদের জানিবার আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা, ও পবিত্রতা লাভের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয় না। এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, নির্দ্দিষ্ট কাল পৃথিবীতে বাস করিয়াই আত্মার শেষ হয় না।

দেহান্তে আত্মা কি ভাবে থাকিবে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আত্মা থাকিবে। তিনি কি ভাবে রাখিবেন, তাহার কল্পনা করিয়া ফল কি? তিনি যে প্রকারে রাখিয়া আত্মার কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, সে ভাবেই তাহাকে রাখিবেন। সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার কল্পনা করিতে গেলে ভ্রমে পড়িবারই সম্ভাবনা অধিক।

স্বর্গ ও নরক

'স্বর্গ' ও 'নরক' নামে দুইটি স্থান নাই। মানুষ যেখানে যে-সময়ে জ্ঞাতসারে ঈশ্বরসহবাসে বাস করে, তাহাই তাহার পক্ষে স্বর্গবাস; এবং যে-পরিমাণে, ঈশ্বরবিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহা হইতে বিচ্যুত হয়, সেই পরিমাণে তাহার নরকে অবস্থিতি।

যদি বল, যে স্থানে ঈশ্বর বাস করেন, তাহাই স্বর্গ, তবে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কোথায় না আছেন? সুতরাং স্বর্গ সর্ব্বত্রই, আর স্বর্গবাসও সর্ব্বত্রই সম্ভবপর। কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে ঈশ্বরকে ভুলিয়া ও তাঁহার বিরোধী হইয়া জীবন যাপন করে। এই বিস্মৃতি ও বিরুদ্ধ অবস্থা ঘুচিলেই স্বর্গবাস হয়।

আবার ঈশ্বর সর্ব্ব স্থানে আছেন, তবে আর নরক কোথায়? আমরা যখন তাঁহার অনুগত না থাকিয়া, পাপ চিন্তা ও পাপ অনুষ্ঠানের মধ্যে বাস করি, অর্থাৎ কুচিন্তা ও কুকর্ম্মে রত থাকি, সে সময়ে যদি সাধুসঙ্গেও থাকি, তথাপি সে অবস্থা আমাদের পক্ষে নরক।

ঈশ্বরে বাসের নাম স্বর্গ এবং তাঁহার বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকার নামই নরক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মধর্ম্মের আচরণ এবং পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ

ধর্ম্ম রক্ষা

ব্রাহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। তিনি দশের মুখ দেখিয়া চলিতে গিয়া আপনার ধর্ম্মাদর্শের অবমাননা করিবেন না। তিনি যে একেশ্বরবাদী, তিনি যে কখনও কোনও কারণে পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতে পারেন না, একথা কাহারও নিকটে গোপন করিবেন না। দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তিপূজা এ দেশে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়, অনুরোধ কিংবা শাসন কিছুরই জন্য ব্রাহ্ম তাহাতে যোগদান করিবেন না।

গুরুর নিকটে 'মন্ত্র' গ্রহণ, গুরু দ্বারা 'শক্তি সঞ্চার,' গুরুবাক্য অবিচারে পালন, প্রভৃতি হইতে ব্রাহ্ম সযত্নে দূরে থাকিবেন।

'ভাল দিন' ও 'মন্দ দিন' দেখা, 'শুভ ক্ষণ' ও 'অশুভ ক্ষণ' মানা, কোনও কোনও নির্দ্দিষ্ট মাসে শুভ কর্ম্ম বর্জ্জন, প্রভৃতি কুসংস্কার হইতে ব্রাহ্ম সযত্নে দূরে থাকিবেন। জন্ম ও মরণ ঘটিলে পরিবারস্থ মানুষেরা 'অশুচি' হয়, ব্রাহ্ম এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইবেন না। জাতিবিশেষে জন্ম বলিয়া মৃত আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ এত দিনেই করিতে হইবে, ব্রাহ্ম এরূপ নিয়মে চলিবেন না; যাহা যুক্তি সঙ্গত, তাহাই করিবেন।

ব্রাহ্ম জাতিভেদ-সমর্থক কোন কার্য্য করিবেন না। যাহারা 'নিম্ন জাতি' বলিয়া কথিত, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। ব্রাহ্মের

নিকটে কোনও মনুষ্য অস্পৃশ্য হইতে পারে না, কাহারও স্পৃষ্ট জল বা অন্ন তাহার জাতি-হেতু অশুদ্ধ হইতে পারে না।

ব্রাহ্ম উপবীত রাখিবেন না। কোনও ব্রাহ্ম হিন্দু সমাজের গণনায় হীন কুলে জাত হইলে তিনি সে 'জাতি' গোপন করিবার কোন চেষ্টাও করিবেন না। জন্মের জন্য তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার কাহারও নাই, ইহা জানিয়া সর্ব্বত্র তিনি মস্তক উন্নত করিয়া বিচরণ করিবেন।

অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা জাতিভেদ উন্মূলন, এবং হিন্দু-মুসলমানে বিবাহের দ্বারা ভারতে একীকরণ,—ইহা সকল ব্রাহ্মের পক্ষে একান্ত আগ্রহের বিষয় হওয়া উচিত।

এখন ব্রাহ্মসমাজে ক্রমশঃ অনেক অসবর্ণ বিবাহ ও বিভিন্ন প্রদেশ-বাসীর মধ্যে বিবাহ হইতেছে। দুই একটি করিয়া হিন্দু-মুসলমানেও বিবাহ হইতেছে। য়ুরোপীয়ের সহিত ভারতীয়ের বিবাহ অনেক গুলি হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ এ সকল মিশ্র বিবাহ আনন্দের চক্ষে দর্শন করিবেন।

ব্রাহ্ম সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিবেন। হিন্দুকুলোদ্ভব ব্রাহ্ম শুধু হিন্দুসমাজ ও হিন্দু শাস্ত্রের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন না। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম, মুসলমান সমাজ, মুসলমান সাধু ও মুসলমান শাস্ত্রের সহিত, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সমাজ সাধু ও শাস্ত্রের সহিত জ্ঞানগত প্রীতিগত এবং কার্য্যগত,—সর্ব্ববিধ যোগ রক্ষা করিবেন। হিন্দু সমাজ হইতে আগত ব্রাহ্ম কখনও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমান বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইবেন না। তাঁহারা ইস্‌লাম হইতে একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতাবর্জ্জন বিষয়ে দৃঢ়তা এবং স্বীয় বিশ্বাস সর্ব্ব-সমক্ষে অসঙ্কুচিত ভাবে স্বীকার বিষয়ে সাহস,—এই সকল শিক্ষা গ্রহণ করিবেন; খ্রীষ্ট ধর্ম্ম হইতে বিবেকপরায়ণতা ও পরসেবায় আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ ভারতের

নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, সে জন্য তাঁহাদিগের নিকটে ব্রাহ্মগণ সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

বিদ্যালয় অফিস প্রভৃতি স্থানে যদি অনেক লোক মিলিত হইয়া সুনীতির আদর্শবিরুদ্ধ লঘু ভাবের আলাপ করে, অথবা যদি অনেক লোক একত্র হইয়া স্থির করে যে অসত্য কথা বলিতে হইবে বা অপবিত্র আমোদে লিপ্ত হইতে হইবে, ব্রাহ্ম সেখানে আপনার আদর্শ রক্ষা বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। সহস্রের মধ্যে একাকী বলিয়া তিনি কদাচ ভীত হইবেন না।

ব্রাহ্ম গৃহী এমন লোকের সঙ্গে ও এমন পরিবারে নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ দিবেন, যাঁহাদের সহিত সম্বন্ধের ফলে সেই পুত্র বা কন্যা ভবিষ্যতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী ভাবে চলিতে শিখিবে না বা বাধ্য হইবে না।

বিবাহে পণ দান অথবা গ্রহণ অতিশয় ঘৃণ্য ও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী কার্য্য। ব্রাহ্ম কখনও এরূপ কার্য্য করিবেন না বা সমর্থন করিবেন না।

পরিবারে পুরুষ ও নারীর অধিকার-সাম্য

পরিবারে ও সমাজে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শের নিকটে ব্রাহ্ম সর্ব্বদা বিশ্বস্ত থাকিবেন। পরিবারের তাবৎ ব্যবস্থায়, অর্থের ব্যবহারে, এবং সন্তান ও দাসদাসীদিগের পরিচালনে, পতি ও পত্নী উভয়ে উভয়কে সমান জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। উভয়ে মিলিত হইয়া পরিজনগণ সহ উপাসনা করিবেন, এবং উভয়েই সেই উপসনাতে আচার্য্যের কাজ করিবেন।

ব্রাহ্ম গৃহী পুত্র ও কন্যাকে সমান ভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন।

অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার যোগ্যতা পুত্র ও কন্যাতে সমান ভাবে সঞ্চার করিবার জন্য যত্ন করিবেন। বাল্যবিবাহ পুত্র ও কন্যা উভয়ের পক্ষে সমান পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করিবেন।

বিপত্নীক ও বিধবাদিগকে ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বিবাহের অধিকার সমান ভাবে দান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। বিশেষতঃ যদি কোনও বিপত্নীকের বা বিধবার পূর্ব্ববিবাহজাত সন্তান থাকে, তবে তাঁহার পক্ষে অতি সাবধানে এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

এখন হিন্দুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মগণ ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দু আইনের অধীন বলিয়া গণ্য হন। এ জন্য বিবাহের পরে ব্রাহ্মের এমন উইল করা উচিত, এবং আজীবন তাহা বলবৎ রাখা উচিত, যাহাতে পতির সম্পত্তিতে পত্নীর আইন সঙ্গত অধিকার বর্ত্তে। ইহার অভাবে অনেক স্থলে পতির মৃত্যুর পর পত্নীকে পতির আত্মীয়-গণের গলগ্রহ হইয়া আত্মসম্মান হারাইতে হইয়াছে।

যে সকল স্থলে পতি পত্নী অসবর্ণ, অথবা বিভিন্ন দায়াধিকার আইনের অধীন বিভিন্ন কুলে জাত, সে সকল স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার উইল করা আরও অধিক প্রয়োজন, এবং তাহা করিতে অবহেলা করা অতিশয় বিপজ্জনক।

হিন্দু দায়াধিকার আইনে পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নাই। ইহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শবিরুদ্ধ, এবং এই অবাঞ্ছনীয় ব্যবস্থার প্রতিকূলেও ব্রাহ্মদিগের উইল করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক, সে সম্বন্ধে বিগত অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গিয়াছে। এখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্।

কোনও স্থানে কয়েক জন ব্রাহ্ম বাস করিলেই তাঁহারা একত্র হইয়া অন্ততঃ সপ্তাহে এক দিন ঈশ্বরের সমবেত উপাসনা করিবেন।

সেই উপাসনায় নিয়মিতরূপে ও যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। ব্রাহ্ম আপন পরিবারস্থ আত্মীয়গণকে ও বন্ধুদিগকে সাগ্রহে সেই উপাসনায় ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। উপাসনার স্থলে সকলে শ্রদ্ধার সহিত বসিবেন ও মন দিয়া সমুদয় উপাসনা শ্রবণ করিবেন। উপাসনার শেষে ব্রাহ্মগণ সুযোগ অনুসারে পরস্পরের সহিত ও আচার্য্যের সহিত কুশল প্রশ্নাদি করিলে ভাল হয়।

সমবেত উপাসনার যে সকল অংশ অথবা যে যে সঙ্গীতাদি সমস্বরে উচ্চারণ বা সমস্বরে গান করিবার কথা, তাহার জন্য ব্রাহ্মগণ উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাহাতে মন্দিরের উপাসনা সুন্দর ও গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হয়, সে জন্য কেবল আচার্য্য ও উপাসকমণ্ডলীর কর্ম্মচারীগণ নহেন, কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মই সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ সমবেত উপাসনা ব্যতীত সমবেত ধর্ম্মচিন্তা, সমবেত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ, সমবেত আলোচনা প্রভৃতিতে বিশ্বাস করেন। এ জন্য

ব্রাহ্মগণ এ সকল স্থলে মন দিয়া অপরের কথা শ্রবণ করিবার অভ্যাস করিবেন। এই অভ্যাস প্রত্যেক ব্রাহ্মের অবশ্য সাধনীয়।

বিশেষতঃ সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের কথা শ্রদ্ধার সহিত ও মন দিয়া শ্রবণ করা প্রত্যক ব্রাহ্মের একটি পবিত্র কর্ত্তব্য। এ অভ্যাসও সাধন সাপেক্ষ। নিজে উপাসনা করিতে অভ্যস্ত হইলেই এ অভ্যাস সাধন সহজ হয়।

মন খুলিয়া ধর্ম্ম বন্ধুদের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিলে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয় ও ধর্ম্মবন্ধুতা প্রগাঢ় হয়। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মগণ 'সঙ্গতে' মিলিত হইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিবার জন্য যত্ন করিবেন।

সমাজ হইতে প্রকাশিত ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা ও পুস্তক ব্রাহ্মগণ আগ্রহের সহিত পড়িবেন এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিবেন। সমুদয় ব্রাহ্মগণের সাগ্রহ মনোযোগ না থাকিলে সমাজের দ্বারা প্রচারিত পুস্তক পত্রিকাদি সুলিখিত ও সুপ্রকাশিত হইতে পারে না।

যেখানে সম্ভব প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে একটী গ্রন্থাগার স্থাপন করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ যত্ন করিবেন। ধর্ম্মগ্রন্থ ও জ্ঞানগত নানা বিষয়ের গ্রন্থ কয়েক জনে মিলিয়া পাঠ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সংসারে দুর্ল্লভ।

ধর্ম্ম প্রচার কেবল প্রচারকদের কাজ নয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মই নিজ আচরণের দ্বারা চারি দিকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ সাংসারিক কর্ম্মসূত্রে যাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে হয় সেই সকল লোকের মধ্যে, কিরূপে ব্রাহ্ম স্বীয় আদর্শ রক্ষা করিবেন ও নীরবে নিজ আচরণের দ্বারা সে আদর্শের প্রভাব বিস্তার করিবেন, সে বিষয়ে সমাজের আচার্য্য ও জ্যেষ্ঠগণের সহিত পরামর্শ করিলে ভাল হয়।

শিশুদিগের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার জন্য ব্রাহ্ম পিতামাতার ও ব্রাহ্ম অভিভাবকদিগের বিশেষ যত্ন করা উচিত। প্রত্যেক পরিবারে এবং মন্দিরে সে বিষয়ে কিছু আয়োজন থাকা উচিত। জননীগণ ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ নিজ নিজ পরিবারে, এবং সম্মিলিত ভাবে মন্দিরে, এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেই তাহা উত্তম রূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। সমুদয় উন্নতিশীল দেশে এইরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত। আচার্য্যের নিকট হইতে এই পবিত্র কার্য্যটীর জন্য পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

ব্রাহ্মগণ পরস্পরকে ধর্ম্মভ্রাতা ধর্ম্মভগিনী জ্ঞান করিবেন, পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবেন।

প্রাচীন কালে দুঃখীর সাহায্য কেবল ব্যক্তিগত ভাবে করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এক সমাজভুক্ত দুঃস্থ মানুষ ও দুঃস্থ পরিবারগণের সাহায্যের জন্য সমাজের সংশ্রবে 'ফণ্ড' স্থাপন করাই শ্রেষ্ঠ প্রণালী বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের সদস্যগণ দেখিবেন যেন সেরূপ ফণ্ড স্থাপিত হয় ও উহা সুপরিচালিত হয়। সেইরূপ ফণ্ডে যথাশক্তি সাহায্য দান করা প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবার স্বীয় পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ আছে, ও তাহার অফিস, কর্ম্মচারী, বার্ষিক নির্ব্বাচন সভা, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রভৃতির আয়োজন আছে, সেই সকল স্থলে প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার উচিত যে সেই সকল কার্য্যে শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত সাহায্য দান করেন, ও স্বীয় অধিকার অনুসারে কার্য্যে যোগদান করেন।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করেন যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যের জন্য কি করিতে পারেন, প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি মনে করেন সমাজের যে-কোন কাজে খাটিতে পাইলে আমি ধন্য হইব, প্রত্যেক ব্রাহ্ম

যদি মনে করেন আমি প্রশংসা পাই বা না পাই সমাজের জন্য প্রাণপণে ও নিখুঁত করিয়া খাটিয়া যাইব,—তবেই ব্রাহ্মের উপযুক্ত মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়।

উপাসনা, উপদেশ দান, বক্তৃতা, সভা সমিতি পরিচালন, প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যই ব্রাহ্মসমাজের কাজ নহে। এ সকল ব্যতীত প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে কত ছোট ছোট কার্য্য করিবার থাকে। সমবেত উপাসনার স্থানটি পরিষ্কার রাখা, আসনগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পাতা, সঙ্গীত করা, রোগীর পরিচর্য্যা করা, দুঃস্থদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করা,—এ সকলও ব্রাহ্মসমাজের কাজ, এ সকলও ঈশ্বরের কাজ। ঈশ্বরের কাজ বলিয়া এরূপ যে কোন একটি ক্ষুদ্র কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিলে তাহাতে আত্মার কল্যাণ হয়।

ধর্ম্মসমাজের কার্য্য কেবল বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা কখনও সুপরিচালিত হইতে পারে না। সমুদয় সদস্যগণের অনুরাগ, মনোযোগ ও পরিশ্রম বিনা ব্রাহ্মসমাজের কাজ ভাল চলিতে পারে না।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রয়োজনীয় বয়স ও যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলেই সমাজের সদস্য হইবার জন্য প্রার্থী হইবেন। সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে নির্দ্দিষ্ট (মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক বা বার্ষিক যেরূপ হউক) দেয় নিয়মিত রূপে দান করিবেন। এই দেয় অর্থকে 'চাঁদা' বা অনুগ্রহ-প্রদত্ত দান বলিয়া মনে করিবেন না; পিতৃমাতৃস্থানীয় ও আশ্রয়স্থানীয় সমাজের প্রতি অবশ্য শোধ্য ঋণ বলিয়াই দর্শন করিবেন।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম যোগ্য ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হইতে অনুরোধ করিবেন।

ব্রাহ্ম গৃহস্থগণ আপনাদের সমুদয় গার্হস্থ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজকে যথাশক্তি অর্থ দান করিবেন। কাহারও বহু ব্যয়শীল হওয়া উচিত নহে; কিন্তু অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিষয়ে যত ব্যয় হইবে, ধর্ম্মার্থে দান তাহার দশমাংশের ন্যূন হওয়া উচিত নয়।

ব্রাহ্মগণ কমিটি ও অন্যান্য সভা সমিতিতে পরস্পরের মতের সম্মান করিবেন। নিজের প্রিয় ভ্রাতাও যদি স্বীয় স্বাধীন চিন্তা ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ মত প্রদান করেন, তাহাতেও ক্ষুণ্ণ হইবেন না। মত পার্থক্যের জন্য যেন কখনও হৃদয়ের বিচ্ছেদ না ঘটে, সে বিষয়ে ব্রাহ্ম সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সমবেত উপাসনা

ব্রাহ্মসমাজের সমবেত উপাসনা সাধারণতঃ এই প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে উদ্বোধনসূচক একটি সঙ্গীত হয়। তৎপরে আচার্য্য উদ্বোধন করেন; তাহার পর আরাধনা সূচক একটি সঙ্গীত হয়। এই সঙ্গীতের পর আচার্য্যও উপাসকগণ সমস্বরে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি আরাধনা মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তৎপরে আচার্য্য ঈশ্বরের আরাধনা করেন। আরাধনার শেষে ক্ষণকাল নীরবে সকলে ঈশ্বরের ধ্যান করেন। তৎপরে আচার্য্য ও উপাসকগণ সমস্বরে "অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও" ইত্যাদি সাধারণ প্রার্থনাটি উচ্চারণ করেন। ইহার পরে স্তুতি অথবা প্রার্থনামূলক একটি সঙ্গীত হয়। এই সঙ্গীতের পর আচার্য্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ

অথবা ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন, অথবা নিজেই সময়োপযোগী উপদেশ প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে একটি প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া উপাসনা শেষ হয়।

নিম্নে এই পূর্ণাঙ্গ উপাসনার দুইটি আদর্শ দেওয়া যাইতেছে; ইহাতে উপদেশ অথবা শাস্ত্রপাঠ মূলক অংশ দেওয়া হইল না।

পূর্ণাঙ্গ উপাসনার আদর্শ (১)

প্রথম সঙ্গীতের পর

উদ্বোধন

যিনি সত্যের সত্য, যিনি সারাৎসার, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা স্থিতি করিতেছি, যিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জীবনের সকল সুখ বিধান করিতেছেন, যাঁহার প্রেম অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে পুণ্যপথে আকর্ষণ করিতেছে, সেই পতিতপাবন দীনবন্ধু দয়াময় পরমেশ্বরের পবিত্র আরাধনার জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। আমরা যে তাঁহাকে জানিতে পারি, আমরা যে তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারি, আমরা যে ব্যাকুল হইলে তাঁহার আশ্রয় লইতে পারি, আমরা যে তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে পারি ইহাই আমাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। আমরা এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াও কি তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিব? ব্যাকুল অন্তরে আত্মার মধ্যে অন্বেষণ করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যদি একান্ত অন্তরে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করি, তিনি আমাদের অন্তরে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন। আমরা তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইব ও তাঁহাকে হৃদয়ের প্রীতির দ্বারা অর্চ্চনা করিব।

তদনন্তর আরাধনাসূচক সঙ্গীত হইবে। সঙ্গীতের পরে আচার্য ও উপাসকগণ সমস্বরে নিম্নলিখিত আরাধনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন:—

সত্যম্ জ্ঞান মনন্তম্ ব্রহ্ম,
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি,
শান্তং শিবমদ্বৈতম্,
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

আরাধনা

হে সত্যস্বরূপ, হে সারাৎসার, আমরা সংসারমোহে অভিভূত হইয়া তোমাকে বিস্মৃত হইয়া থাকি। তুমি প্রাণের প্রাণ, অথচ আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না; তুমি সার পদার্থ, অথচ আমরা তোমাকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইনা। আমাদের দৃষ্টি সংসারের নিকৃষ্ট বাসনার দ্বারা কলুষিত থাকে, আমরা কিরূপে তোমার সত্যভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব? এই জন্যই তো আমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় তোমাকে দেখিতে পাই না। তুমি হৃদয়কন্দরে রহিয়াছ, তুমি সৃষ্টির মূলে মূলশক্তি রূপে বিরাজ করিতেছ, অথচ আমরা তোমাকে না পাইয়া সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতেছি। হে সত্য-স্বরূপ, হে প্রাণাধিপতি, তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছ।

তুমি চৈতন্যময় দেবতা। জগতের তাবৎ পদার্থ তোমার জ্ঞানের আভায় সুন্দর দেখাইতেছে। কত গভীর তোমার জ্ঞান, কি অদ্ভুত তোমার সৃষ্টি প্রণালী! এই বিশ্ব মধ্যে তুমি যে জ্ঞানলীলা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা অনুধ্যান করিয়া ভাবুক জনের চিত্ত ভাবসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে, এবং মানবের অজ্ঞানতা ঘুচিয়া জ্ঞানের উদয় হইতেছে। হে জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ; আমরা অজ্ঞ জীব, আমরা তোমার অপার জ্ঞানের কি জানি? তুমি আবার সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসাক্ষী হইয়া নিরন্তর আমাদের অন্তরে অধিবাস করিতেছ। আমরা কি তোমার নিকটে

আত্মগোপন করিতে পারি? আমরা কি আপনাদের আত্মাকে আচ্ছাদন করিতে পারি? এমন কৌশল, এমন চাতুরী কি জানি, যদ্দ্বারা তোমার দৃষ্টিকে আবরণ করিতে পারি? হে সর্ব্বান্তর্যামিন্, আমাদের সকল পাপ তাপ তোমার বিদিত, আমাদের আত্মার সকল সংগ্রাম তোমার জ্ঞাত। আমরা যখন পাপ প্রলোভনে পতিত হই, যখন সংসারমোহে অভিভূত হইয়া তোমাকে ভুলিয়া যাই, তখন তুমিই আমাদের হৃদয়ের সাক্ষী। আবার, যখন তোমাকে জানিবার জন্য এবং তোমার চরণাশ্রয় লাভ করিবার জন্য সংশয়ান্ধকার ও পাপ তাপের মধ্যে রোদন করিতে থাকি, তখনও তুমি আমাদের হৃদয়ের সাক্ষী। প্রভো, আমাদের হৃদয়ের সকল কথাই তোমার বিদিত।

তুমি অনাদি অনন্ত। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, আমরা তোমার মহিমা কি বর্ণনা করিব? তোমার অনন্ত ভাব বাক্যে কে প্রকাশ করিতে পারে? তোমার শক্তি অনন্ত, তোমার জ্ঞান অনন্ত, তোমার প্রেম অনন্ত। আমাদের এত শক্তি সামর্থ্য নাই যে আমরা তোমার মহিমা ব্যক্ত করি। যুগে যুগে সাধুগণ তোমার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন; জগতের ভাষা সকল সমস্বরে তোমার স্তুতি বন্দনা করিয়াছে; তথাপি তোমার অনন্ত ভাবের আভাস মাত্রও কেহ প্রকাশ করিতে পারে নাই। হে অনন্ত দেব, তোমার সৃষ্টি-কার্য্যের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে পথ দিয়াই যাই না কেন, অবশেষে আমরা অকূল সমুদ্রে গিয়া পতিত হই; আর আমাদের বুদ্ধি কূলকিনারা দেখিতে পায় না। আমাদের বাক্য এবং মন উভয়ই নিরস্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়; আমাদের জ্ঞানের দর্প চূর্ণ হইয়া যায়। আমরা অনুভব করিতে থাকি যে তোমার সৃষ্টিমধ্যে আমরা অতি ক্ষুদ্র, আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য, আমাদের শক্তি অতি পরিমিত। আমরা তোমার অনন্ত ভাব দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া যাই। তুমি ভূমা মহান্, তুমি অগম্য ও অপার।

তুমি আনন্দস্বরূপ, তুমি শান্তিদাতা। তুমি যখন কৃপা করিয়া আত্মার অন্তরে তোমার প্রসন্ন মুখ প্রকাশ কর, তখন হৃদয়ের দুঃখের ভার লঘু হইয়া যায়। হে অভয়দাতা! যতক্ষণ তোমাকে দেখিতে না পাই, ততক্ষণ এই সংসারে আপনাকে একাকী ও অসহায় বলিয়া অনুভব করি, ততক্ষণ পাপ প্রলোভনে পড়িয়া কাঁদিতে থাকি। কিন্তু তোমাকে যদি প্রাণ মধ্যে পাই, অমনি মৃত প্রাণে জীবনের সঞ্চার হয়, অমনি মৃতপ্রায় আশা জাগরিত হইয়া উঠে, এবং হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। তোমাতেই বিমল শান্তি; এমন বিমল আনন্দ আর কোন দ্রব্যই দিতে পারে না। হে নাথ, তুমিই আনন্দ ও শক্তির একমাত্র আকর।

হে কৃপাময়, হে মঙ্গলনিধি, তোমারই মঙ্গল ইচ্ছা বিশ্বমধ্যে বিরাজমান থাকিয়া নিরন্তর তোমার সৃষ্ট জীবগণের কল্যাণ সাধন করিতেছে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও তুমি নিজ করুণার অশেষ পরিচয় দিয়াছ; কিন্তু আমরা ভ্রান্ত ও জড়মতি, আমরা তোমার কৃপা সকল সময়ে দেখিতে পাই না। তুমিই যে পিতা মাতা হইয়া আমাদিগকে রক্ষা ও প্রতিপালন করিতেছ, আমরা তাহা অনুভব করি না। তুমি যে কেবল আমাদিগকে শরীর দিয়া শরীরের অন্নপান যোগাইতেছ তাহা নহে, আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়া স্বয়ং তাহার অন্ন পান হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছ। হে মঙ্গলময়, তোমার সহায়তা ভিন্ন কে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারে? আমাদের প্রাণ যে তোমাকে জানিবার জন্য উৎসুক হইতেছে, ইহা তোমারই করুণা। তুমিই আমাদিগের পাপান্ধকারের মধ্যে মুক্তির পথ দেখাইলে, তুমিই আমাদিগকে হস্তে ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিলে। নতুবা কি আমরা তোমার দিকে অগ্রসর হইতাম? তুমি দুর্ব্বল হৃদয়ে বল না দিলে আমরা কি সংসারের প্রলোভনের মধ্যে স্থির থাকিতে পারি? তুমি আমাদিগকে

নিরাশার মধ্যে আশা না দিলে আমরা কি ঠিক দাঁড়াইতে পারি? প্রভো, তোমার কৃপাই আমাদের ইহ পরকালের অবলম্বন।

তুমি একমাত্র অদ্বিতীয়; সমস্ত পদার্থ তোমারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। জগতের তাবৎ ঘটনা একমাত্র তোমার ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। জগতের সকল শক্তির গতি একের দিকে। সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুতে যেন এক জনেরই নাম লিখিত রহিয়াছে। হে প্রভো! তুমি আমাদের একমাত্র গতি; আর আমাদের আশ্রয় নাই, নিত্য কালের বন্ধু আর কেহ নাই। সম্পদে বিপদে তুমি একমাত্র গতি। হে দীন-দয়াময়, হে ভক্তবৎসল, তুমি বিনা জীবের উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহ নাই। আমরা যদি দুর্ব্বল হই, যদি পাপে তাপে পতিত হই, যদি আপনাদের আত্মাকে কলঙ্কিত করি, তথাপি তোমারই চরণতলে পড়িয়া থাকিব, তোমারই চরণের দিকে অগ্রসর হইব, তোমারই নিকটে বসিব ও পবিত্রতা ভিক্ষা করিব। যখন সংসারান্ধকারে পড়িয়া দিশাহারা হইব, তখন তোমারই উপর নির্ভর করিব। আবার, যখন তোমার প্রসাদে অন্তরে প্রীতি পবিত্রতা লাভ করিয়া সমুন্নত হইব, তখন তোমার ভক্তগণ সমভিব্যহারে তোমারই গুণ কীর্ত্তন করিব। তুমি আমাদের সকল অবস্থার আশ্রয় ও গতি। তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং।

তুমি পবিত্রস্বরূপ, নিষ্কলঙ্ক দেবতা; তোমার সংস্পর্শে হৃদয় পবিত্র হইয়া যায়। তুমি পুণ্যের আলয়; তোমাকে হৃদয়ে লাভ করিলে, মানব পাপ-জীবনের অবসান করিয়া পুণ্যময় জীনব লাভ করে। তোমার আবির্ভাবের স্বর্গীয় অগ্নি যখন মানবাত্মাকে অধিকার করে, তখনই তাহার নীচ বাসনা সকল দগ্ধ হইয়া যায়। হে জীবন্ত জাগ্রত পুরুষ, তোমার সেই পবিত্রতার তেজ প্রাণে না পাইলে আমাদর পাপ-প্রবৃত্তি সকল বিনষ্ট হয় না। প্রভো, আমরা পাপে মলিন, আমাদের দৃষ্টি

অসাধুতা দ্বারা কলুষিত, সেই জন্যই আমরা তোমার পুণ্যময় প্রকাশ সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। হে পবিত্রস্বরূপ, তোমার পুণ্যময় সহবাসে রাখিয়া তুমি পাপীজনকে উদ্ধার কর। আমরা মলিন, আমরা দুর্ব্বল, তুমি আমাদিগকে আশ্রয় দাও; আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদের একমাত্র গতি, আমরা তোমার নিকট বার বার প্রণত হই।

তদনন্তর আচার্য্য ও উপাসকগণ নীরবে ক্ষণকাল ধ্যানে যাপন করিবেন; ধ্যানান্তে আচার্য ও উপাসকগণ সমস্বরে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি উচ্চারণ করিবেন :—

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ইহার পর সঙ্গীতানন্তর আচার্য্য যদি ইচ্ছা করেন, কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিবেন; অথবা কোন বিষয়ে উপদেশ দিবেন; অথবা কোন গ্রন্থ হইতে কোন উপদেশ পাঠ করিবেন। উপদেশের শেষে সেই ভাবে একটি প্রার্থনা করিবেন। প্রার্থনান্তে আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া উপাসনা শেষ হইবে।

পূর্ণাঙ্গ উপাসনার আদর্শ (২)

প্রথম সঙ্গীতের পর

উদ্বোধন

যিনি সুখে দুঃখে আমাদের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়, যিনি নিয়ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে পুণ্যের দিকে লইয়া যাইতেছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত মঙ্গলের প্রস্রবন পরমেশ্বরের উপাসনাতে আমরা

প্রবৃত্ত হই। এমন কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা সকলে শান্ত ও সমাহিত চিত্তে সেই দীনবন্ধুর উপর আত্মসমর্পণ করি। শিথিল ভাবে, অন্যমনস্ক হইয়া, কোন কার্য্যই সম্পন্ন করা যায় না; উপাসনারূপ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদের কত আগ্রহের সহিত ও ব্যাকুল প্রার্থনার সহিত তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত! একান্ত নির্ভরের সহিত তাঁহাকে ডাকিলে এবং অকিঞ্চন হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে, কখনই তিনি আমাদিগকে বিমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিবেন না। তিনি অনাথশরণ ও কাঙ্গালের বন্ধু। তাঁহার পূজা করিয়া আমরা জীবনে কৃতার্থতা লাভ করি।

তৎপরে আরাধনাসূচক একটি সঙ্গীত হইবে। সঙ্গীতান্তর সমস্বরে সকলে নিম্নলিখিত আরাধনা-মন্ত্র পাঠ করিবেন:—

সত্যম্ জ্ঞান মনন্তম্ ব্রহ্ম,
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি,
শান্তং শিবমদ্বৈতম্
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্

আরাধনা

হে সত্যস্বরূপ, তুমিই একমাত্র সার ধন। পৃথিবীতে আর যাহা কিছু দেখিতে পাই, সমস্তই রূপান্তর ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে; একমাত্র তুমিই ধ্রুব সত্য হইয়া আমাদের সহায় রূপে আমাদের সঙ্গে আছ। অন্য প্রকারের সাহায্য কখনও মিলে, কখনও মিলে না। একমাত্র তুমিই অটল ও নিশ্চিত সহায়। তুমি বন্ধু, তুমি পরম সখা। সকল সময়ে সকল অবস্থায় নিত্যসহচররূপে তুমিই আমাদের কাছে থাক, এবং তুমিই রক্ষাকর্ত্তা হইয়া সকলকে রক্ষা কর। তুমিই একমাত্র আশ্রয় ও সহায়।

তুমি জ্ঞানময়। এই বিশাল বিশ্ব তোমারই জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। তুমি সর্ব্বদা চৈতন্যময় রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়া, এই বিশ্ব সংসার প্রতিপালন করিতেছ। তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসাক্ষী রূপে আমাদিগের প্রাণে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া অভাব সকল হইতে,—যে সকল রোগ বা বিপদের কথা আমরা জানিতেও সমর্থ নই, সে সকল হইতে—আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ। তোমার দৃষ্টির বাহিরে কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে সকলের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেছ। কোথায় কোন্ ক্ষুদ্র কীট, আর কোথায় কোন্ বৃহৎ প্রাণী কি অবস্থায় আছে, সকলের তত্ত্বই তুমি জানিতেছ। হে জ্ঞানময় পরমেশ্বর, তুমি নিত্য ক্রিয়াশীল রূপে জগৎ কার্য্যের চালক হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছ। তোমার শুভদৃষ্টি আমাদিগকে সর্ব্বদাই শাসন করিতেছে, তুমি শাসনকর্ত্তা ও সংশোধনকর্ত্তা। তুমি সদা জাগ্রত এবং সর্ব্বদাই আমাদের রক্ষক।

তুমি অনাদি অনন্ত। আমরা তোমার কি বুঝিব? আমরা চারি দিকে সীমাবিশিষ্ট যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহারই তত্ত্ব পাই না, তোমার তত্ত্ব কি বুঝিব! তুমি মহান্। সৃষ্টিতে যাহার যে কোনরূপ শক্তি আছে, সে তাহা দ্বারা তোমারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই তো তোমার অন্ত হয় না। "অন্ত নাই, অন্ত নাই" এই কথাই তো সকলকে বলিতে হইতেছে। হে প্রভু, তোমার অন্ত না পাই, তাহাতে ক্ষতি কি? তোমাকে জানিতে জানিতেই আমরা বড় হইতে থাকিব, এবং তাহাতেই আমাদের উন্নতি হইবে। তোমারই অনন্ত প্রেমের আশ্রয়ে যে আমরা আছি, তাহাতেই আমাদের আরাম ও শান্তি।

তুমি আনন্দময়। এই দুঃখশোক পূর্ণ সংসারে আমরা যে বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে থাকিয়া সুখী হই, তাহা তোমারই প্রসাদে। তুমি

রসস্বরূপ, তৃপ্তির হেতু হইয়া সকলের প্রাণে আছ বলিয়াই তাহাদের সঙ্গ আমাদের এত মিষ্ট। তাহাতেই সংসার বাসের উপযুক্ত স্থান হইয়াছে। হে অমৃতময়, তোমাতেই একমাত্র তৃপ্তি এবং আরাম। মানুষ চিরদিন সংসারে থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সে অমৃতের অধিকারী। অমৃতরূপে তুমি সকলের আত্মাতে আছ। তাই মৃত্যু কাহারও নাই। মৃত্যু হইতে তুমিই সকলকে রক্ষা করিয়াছ। তুমিই প্রাণের শান্তির কারণ। তোমার আস্বাদন পাইলে মানুষ তাহা ভুলিতে পারে না।

হে দয়াময়, প্রেমময়, তোমার অপার দয়া, অতুল প্রেম! তুমি দয়া করিয়া তোমার অমৃতময় সহবাসে থাকিতে আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছ। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও যে তোমার কাছে বসিতে পারি,—তোমার মহিমান্বিত নাম লইয়া কৃতার্থ হইতে পারি, সে কেবল তোমারই অপার দয়া গুণে। আমাদের কি-শক্তি আছে যে তোমার পূজা করিব? প্রভু, কত বার আমরা তোমার দিকে না যাইয়া বরং বিপরীত দিকেই যাইয়া থাকি; কিন্তু তুমিই দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার দিকে লইয়া যাও। এমন আর কে আছে যে বিরোধী হইলেও আমাদের আদর করে, আমাদের কল্যাণ করে? তুমি আমাদের নিকট হইতে নিয়ত বিরুদ্ধাচরণ ও উপেক্ষা পাইতেছ; কিন্তু এক দিনের জন্যও তো তোমার বিরাগভাজন হইলাম না। তোমারই দয়াগুণে আমরা তোমার দিকে যাইবার জন্য ব্যাকুল হই।

অদ্বিতীয় মহান্ প্রভু তুমি। তুমিই আমাদের স্রষ্টা এবং পালনকর্ত্তা। সমস্ত সংসার তোমারই সৃষ্ট, তোমারই রাজ্য; আমাদের আর কেহ প্রভু নাই। আমাদিগের আশ্রয় এবং সম্বল তুমি। ইহ পরকালে তুমি ভিন্ন আমাদের গতি নাই; আমাদের প্রাণের দুঃখ বুঝিতে পারে, এমনও কেহ নাই। দুঃখ দূর করিবার শক্তিও আর কাহারও নাই।

তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা, মঙ্গলময় বিধাতা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারই মহিমা প্রচার করিতেছে; সর্ব্বত্র তোমারই রাজত্ব। তোমার সদৃশ আর কেহ নাই। তোমার কাহারও সাহায্য লইবার প্রয়োজন নাই। তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর তুমি। তোমারই সহবাসের আস্বাদ পাইয়া পাপীর পাপজীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পাপীর উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। হে পরম সুন্দর পরমেশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া তোমার অতুল শোভার এক কণা যদি পাপীকে না দেখাও, তবে পাপী কোন্ ভরসায় এবং কাহার আকর্ষণে পাপ পথ পরিত্যাগ করিবে? চিরসুন্দর তুমি, তোমার সৌন্দর্য্য প্রাণে অনুভূত হইলে আর কি দুঃখ থাকে? পৃথিবীর সকল শোভা এক দিকে পড়িয়া থাকে, আর সেই তোমার সৌন্দর্য্যের এক কণার লোভে তোমার ভক্ত সন্তান পাগল হইয়া বেড়ায়! আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা তুমি। পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি অপাপবিদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক। হে পরম সৌন্দর্য্যের আধার, তুমিই আমাদের আশা ভরসা, ইহ পরকালের সম্বল ও আশ্রয়। আমাদের এমন আর কে আছে, যে পাপী বলিয়া ঘৃণা না করিয়া উদ্ধার সাধন করে? প্রভু, তুমি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

আরাধনার পর সকলে কিছুকাল নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যান করিয়া সমস্বরে নিম্নলিখিত প্রার্থনা উচ্চারণ করিবেন।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের

নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ইহার পর একটি সঙ্গীত হইবে। তৎপরে আচার্য্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করিবেন, কিংবা নিজেই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উপদেশ দিবেন; এবং উপদেশের পর উপাসকগণের অভাবানুরূপ প্রার্থনা করিবেন। তাহার পর শেষ সঙ্গীত হইবে।

পারিবারিক উপাসনা

ব্যক্তিগত ভাবে পরিবারস্থ প্রত্যেকের ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরার্চ্চনার সময় থাকা উচিত। তদ্ভিন্ন পরিবারের সকলের সমবেত ভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করা আবশ্যক।

কোন্ সময়ে কোন্ পরিবারে সমবেত ঈশ্বরার্চ্চনা হইবে, তাহা প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ গৃহকার্য্যের সময় অনুসারে স্থির করিবেন। এই উপাসনা দীর্ঘ হইবার প্রয়োজন নাই।

সকলে উপাসনা স্থলে সমবেত হইলে, প্রথমে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত হইবে। তদনন্তর একজন কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বা কোনও আচার্য্যের উপদেশ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিবেন। পাঠ্য বিষয় এরূপ ভাবে মনোনীত করিতে হইবে, যেন পড়িতে ৫।৭ মিনিটের অধিক কাল না লাগে।

তৎপরে যাঁহার প্রতি উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহের ভার আছে, তিনি হয় নিজে 'সত্যং জ্ঞান মনন্তং' প্রভৃতি পাঠ করিয়া সংক্ষেপে আরাধনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; না হয় নিম্নলিখিত স্তুতি বা ইহার অনুরূপ কোনও স্তুতি পাঠ করিবেন, বা নিজে করিবেন।

স্তুতি

হে মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতা পরম পুরুষ, তোমার চরণে আমরা সপরিবারে বসিয়াছি। যদিও জানি তুমি আমাদের স্তুতির অপেক্ষা কর না, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র রসনা এমন কিছু বলিতে পারে না, যাহা তোমার মহিমাকে আংশিক রূপেও প্রকাশ করিতে পারে, তথাপি, হে বিভো, তোমার স্মরণে ও মননে আমাদের আনন্দ। আমরা ইচ্ছা করিয়া এ জগতে আসি নাই, তুমি আমাদিগকে জন্ম দিয়াছ বলিয়া আমরা জীবন লাভ করিয়াছি। যদ্দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে ও পাইতেছে, সে সকল বস্তু আমরা সৃষ্টি করি নাই; তোমার মঙ্গল বিধানেই আমরা সে সকল পাইয়াছি। তুমি আমাদিগকে তোমার এই সুন্দর জগতে রাখিয়া আমাদের দেহ মন ও আত্মাকে পালন করিতেছ। আমাদিগকে যেমন চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয় সকল দিয়াছ, তেমনি সে ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কত রূপ কত রস কত গন্ধে জগৎকে পূর্ণ করিয়াছ। যেমন আমাদিগকে জ্ঞানের ও বিচারের শক্তি দিয়াছ, তেমনি জ্ঞানের সামগ্রী সকলকে জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্র প্রসারিত রাখিয়াছ। যেমন আমাদিগকে হৃদয় দিয়াছ, তেমনি স্নেহ দয়া দাম্পত্য-প্রেম বন্ধুতা প্রভৃতি নানা সদ্ভাবে মানবসমাজকে পূর্ণ করিয়াছ। সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে যেমন অমর আত্মা দিয়াছ, তেমনি নিজে সেই আত্মার ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার বারি হইয়া রহিয়াছ। এই যে আমরা তোমাকে জানিতে ও প্রীতি করিতে পারিতেছি, ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব। ইহাতেই আমাদের আত্মার জীবন। সন্তানগণ যেমন জনক জননীর নিকট যায়, তেমনি আমরা যে আমাদের দুঃখকষ্টের বোঝা লইয়া তোমার চরণে আসিতে পারিতেছি, ইহা আমাদের অমূল্য অধিকার। তুমি আমাদের প্রতি কত প্রকারে

কৃপা করিয়াছ ; এই কৃপা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃপা যে আমরা তোমার সহিত প্রীতির যোগ নিবদ্ধ করিতে পারি। আমরা তোমাকে কত ধন্যবাদ করিব ? তুমি আমাদিগকে এত সুখের সামগ্রী দিয়া অবশেষে সুখের ভরা পূর্ণ করিবার জন্য আপনাকে জানিতে দিয়াছ। আমাদের এই গৃহ পরিবারে তোমার পবিত্র আসন ; আমাদের সকল সম্বন্ধের মধ্যে তোমার হাত ; আমরা যে একত্রে বসিয়াছি, তাহা তুমি আমাদিগকে একত্রে বাঁধিয়াছ বলিয়া। তোমাকে আর দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না, তুমি আমাদের গৃহে, আমাদের হৃদয়ে। আশীর্ব্বাদ কর আমরা তোমার মঙ্গল ছায়া যেন গৃহের মধ্যেই দেখিতে পাই ; তোমার প্রসাদ যেন এই জীবনেই অনুভব করি ; তোমার প্রতি যেন আমাদের প্রীতি অর্পিত থাকে এবং সেই প্রীতি যেন আমাদের দাম্পত্য প্রেম, স্নেহ, বাৎসল্য, বন্ধুতা, সকলকে পবিত্র ও মধুময় করে। আমরা যেন বিমল হৃদয়ে তোমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে পারি এবং পরস্পরের সাহায্যে তোমাকে আরও উজ্জ্বল রূপে জানিতে ও প্রীতি করিতে পারি।

হে বিভো, আমাদের মৌখিক পূজা কিছুই নয় ; আমরা যেন আমাদের সমগ্র জীবন ও চরিত্রের দ্বারা তোমার পূজার উপযুক্ত হইতে পারি; যেন হৃদয় মনকে নির্ম্মল রাখিয়া এবং জীবনের কর্ত্তব্য সকল সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া, তোমার চরণে বসিবার উপযুক্ত হই। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যজ্ঞানে দৃঢ়তা ও নরসেবা,—এই যে পূর্ণাঙ্গ সাধু চরিত্রের আদর্শ, ইহা যেন আমাদের গৃহ পরিবারে আমরা সাধন করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে যে সুখ সম্পদ দিয়াছ তাহা কেবলমাত্র আমাদের নিজের জন্য নহে, তাহা অপরেরও জন্য, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি। আমাদিগকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে রক্ষা কর ; এবং দিন দিন তোমার পথে অগ্রসর কর।

পূর্ব্বোক্ত স্তুতির পর সেই দিনের উপযোগী প্রার্থনা হইবে। সর্ব্বশেষে সকলে সমস্বরে একটি বন্দনা সঙ্গীত গান করিলে ভাল হয়। অথবা নিম্নলিখিত স্তোত্র দুইটির মধ্যে কোনও একটি পাঠ পূর্ব্বক উপাসনা সাঙ্গ করিবেন।

স্তোত্র (১)

ওঁ নমস্তে সতে, তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে, সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায়, মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।
ত্বমেকং শরণ্যং, ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎপালকং, স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্।
ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং,
পতিঃ প্রাণিনাং, পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং, রক্ষণং রক্ষণানাম্।
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো,
বয়ন্ত্বাং জগৎ-সাক্ষিরূপং নমামঃ ;
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার ; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম

তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ, তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসার সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

অথবা এই স্তোত্র পাঠ করিবেন ঃ—

স্তোত্র (২)

নমো নমস্তে ভগবন্, দীনানাং শরণ প্রভো!
নমস্তে করুণাসিন্ধো। নমস্তে মোক্ষদায়ক!
পিতা পাতা পবিত্রাতা, ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তিঃ পরা সম্পৎ, ত্বমেব জগতাং পতিঃ।
পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে, মোহ-নীহার-সংবৃতে
ভবাব্ধৌ দুস্তরে, নাথ, নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
ত্বৎ-কৃপা-তরণিং দেহি, দেহি নাথ বরাভয়ং,
মৃত্যুমায়ামযে ঘোরে সংসারে দেহি মেঽমৃতং!
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে, ভক্ত-বৎসল,
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নি স্ত্বৎপ্রসাদাৎ, পরেশ্বর!

হে ভগবন্! হে দীন শরণ! হে প্রভো! তোমাকে বার বার প্রণাম। হে করুণাসিন্ধো, হে মুক্তিদাতা, তোমাকে প্রণাম! তুমি পিতা, পাতা, পরিত্রাতা একমাত্র আশ্রয় ও সুহৃৎ; তুমি গতি, মুক্তি, পরম সম্পত্তি, তুমিই জগতের পতি। এই পাপসংকুল ও মোহকুজ্ঝটিকাবৃত সংসার সাগরে তোমার কৃপাই তরণিস্বরূপ। হে নাথ সেই তরণি আমাদিগকে দাও। আমাদিগকে বরাভয় দান কর। মৃত্যুমায়াময় এই ঘোর সংসারে আমাদিগকে অমৃতধাম দেখাও। হে ভক্তবৎসল, তোমার প্রসাদে পাপাগ্নি নির্ব্বাণ হউক, ও তোমার ভক্ত ত্বরায় শান্তি লাভ করুক।

বিবিধ অবস্থায় প্রার্থনা

প্রাতঃকাল

হে প্রাণস্বরূপ পরম দেবতা, করুণাময় প্রভু পরমেশ্বর! গত রজনীতে তোমারই কৃপায় সুখে নিদ্রিত ছিলাম, তোমারই কৃপায় পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিতেছি। দীনবন্ধো! দিবসের প্রারম্ভে তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমাকে বার বার প্রণাম করি। দয়াময়! আশীর্ব্বাদ কর যেন সমস্ত দিন তোমাতে নিষ্ঠা ও ভক্তি স্থির রাখিয়া তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করত দিবস অতিবাহিত করিতে পারি।

মধ্যাহ্নকাল

বিশ্বজননি! মাতঃ! এই বিশাল বিশ্বে মধ্যাহ্নকালে তোমার উদার সদাব্রত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জীবকে প্রতিপালন করিতেছ। জীবের অভাব জানিয়া তুমি দান করিয়া থাক। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিতেছ,

তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিতেছ, রোগীকে ঔষধ দিতেছ, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করিতেছ, দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের দৌরাত্ম্য দেখিয়া তাহার সুবিচার করিতেছ। জননি! সমাজে, প্রতি পরিবারে, চিকিৎসালয়ে, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মমন্দিরে, বিচারালয়ে তোমার পূর্ণ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তোমাকে যেন প্রণাম করিতে পারি। মাতঃ! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার এই মঙ্গল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বদা অনলস ভাবে তোমার সেবা করিতে পারি। স্নেহময়ি জননি! আমি তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি।

ভোজন সময়ে

করুণাময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া এই অন্ন প্রদান করিয়াছ। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তোমাকে করযোড়ে প্রণাম করিয়া তোমার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করি।

সায়ংকাল

প্রভু পরমেশ্বর! অদ্য তোমার কৃপায় যত দূর নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া এবং জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া জীবনের উন্নতি করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে প্রণাম করি। প্রভো! অদ্য যদি পরোপকার প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া থাকি, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। পতিতপাবন! অদ্য যদি মিথ্যা, অসত্য ব্যবহার, অহঙ্কার, পরনিন্দা প্রভৃতি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই অভ্যস্ত পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। দীনবন্ধো! সমস্ত দিন তোমার যে অপার করুণা ভোগ করিয়াছি, তজ্জন্য তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

শয্যায়

প্রাণস্বরূপ করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার সুস্নিগ্ধ পবিত্র ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতেছি। যদি এই নিশা আমার জীবনের শেষ নিশা হয়, তাহা হইলে পরলোকে তোমার ক্রোড়ে আনন্দ লাভ করিতে যেন সক্ষম হই, নতুবা পূর্ব্বের মত ভবধামে জাগরিত হইয়া যেন উদ্যমের সহিত তোমার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারি।

বিদেশ যাত্রা কালে

প্রভু পরমেশ্বর! আমি স্বদেশ এবং স্বজন আত্মীয় বন্ধুগণের নিকটে বিদায় লইয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতে বিদেশে গমন করিতেছি। প্রভো! তুমি স্বদেশে ও বিদেশে সম ভাবে অবস্থিতি করিয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছ। দয়াময়, তুমি আমার সহায় হও, আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও। সিদ্ধিদাতা! আমার শুভসঙ্কল্প পূর্ণ কর।

সম্পদে

দয়াময়! আমাকে কৃপা করিয়া অনেক ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছ। দেখো, প্রভো, আমি যেন ধনমদে অহঙ্কারী না হই। পরমেশ্বর, বড় ভয় হয়! ভয় হয় যে পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তিও ধনবান্ হইয়া ভোগবিলাসে ঘোর বিলাসী হইয়া পড়িলে পাপ সংসারাসক্তির দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে পারে। তাই প্রভো! অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি; দীনবন্ধো! আমি যেন বাহিরের ঐশ্বর্য্য পাইয়া পরম ধন বিস্মৃত না হই। তুমিই আমার পরম ধন, পরম ঐশ্বর্য্য, তুমিই আমার সুখ শান্তি। তোমাকে যেন না ভুলি। করুণাময়! তুমি যে আমাকে ধন রত্ন দিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে প্রণাম করি। এই ধন রত্ন দ্বারা তোমার পুত্র কন্যাদিগের সেবা করিয়া যেন জীবন সার্থক করিতে পারি।

বিপদে

বিপদভঞ্জন পরমেশ্বর! তুমি রক্ষাকর্ত্তা, আমার ভয় কি? আমাকে যে বিপদে ফেলিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। কেবল সম্পদ ভোগ করিলে তোমাকে ভুলিয়া যাইতাম। তোমার কৃপায় দুঃখ বিপদ আমাদের শক্তিকে জাগরিত করে, বিশ্বাস ও নির্ভর বর্দ্ধিত করে, জীবনে তোমার করুণার মূল্য প্রকৃত রূপে অনুভব করিতে শিক্ষা দেয়। বিপদ কালে হৃদয় মন তোমার দিকে অধিক ব্যাকুল হইয়া ধাবিত হয়, পরিবারের স্নেহ প্রীতির বন্ধন সকল অধিক দৃঢ় হয়। হে করুণাময় ঈশ্বর, তুমি আমাকে ধৈর্য্য ও নির্ভর শিক্ষা দিবার জন্য এই বিপদ প্রেরণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে প্রণাম করি। প্রভো! এই বিপদে যেন নিজ কর্ত্তব্য উপযুক্ত রূপে করিতে পারি।

পারিবারিক অশান্তি

হে জগতের পিতা মাতা পরমেশ্বর! তুমিই কৃপা করিয়া আমাকে পরিবারে সংস্থাপন করিয়াছ। যখন মাতার গর্ভে ছিলাম, তখন একাকী ছিলাম। ভূমিষ্ঠ হইয়াই ভাই ভগ্নী, পিতা মাতা লাভ করিয়া বাল্যকালে আনন্দে ছিলাম। যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুরুষে পরিবারবদ্ধ হইলাম। ক্রমে সন্তান সন্ততি হইল। মস্তকের উপরে গুরুভার। প্রভো! কি উপায়ে এই গুরুভার বহন করিব, তাহা জানি না। পদে পদে পারিবারিক অশান্তি উপস্থিত হওয়াতে আমার শরীর মন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। হে গৃহ দেবতা! তুমি আমাকে পারিবারিক শান্তি লাভের উপায় বলিয়া দাও। আমি যেন পরিবারস্থ সকলের অমরাত্মার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিতে পারি। শান্তিদাতা পরমেশ্বর, আমার পরিবারে শান্তি দান কর, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

সুস্থতায়

প্রাণস্বরূপ, জীবনের জীবন, পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমার শরীর সবলও সুস্থ রাখিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতার সহিত বারংবার প্রণাম করি। দয়াময়! এমন স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিয়া যেন আলস্যে দিন-পাত না করি। তোমার প্রদত্ত বিবিধ খাদ্য বস্তু, জল, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, সমস্ত জগৎ আমার সেবা করিতেছে। প্রভো! আমি যেন কৃতঘ্ন হইয়া তোমাকে না ভুলি। তোমার পুত্রকন্যাদিগের সেবায় আমার এই নশ্বর অসার দেহকে যেন সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিতে পারি। তুমি যেমন আমাকে এক দণ্ডও ভোল না, আমিও যেন তোমাকে না ভুলি। দীনবন্ধো! আমাকে তোমার দাসত্ব পদ প্রদান কর। তোমার কার্য্যেই যেন জন্ম শেষ হয়, এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

রোগে

দয়াময় প্রভো! রোগের তীব্র যন্ত্রণা অসহ্য হইতেছে। দীর্ঘকাল রোগীর সেবা করিয়া করিয়া আত্মীয় বন্ধুগণ অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাতেও আমার ক্লেশ হইতেছে। এই সময়ে তুমিই আমার একমাত্র সহায় ও আরাম স্থল। দোহাই প্রভু! এ সময়ে তোমার করুণায় যেন অবিশ্বাস না হয়, ঘোর কষ্টের সময় 'দীনবন্ধু দয়াল' বলিয়া যেন দুটি বাহু তোমার দিকে প্রসারণ করিতে পারি। প্রভো! তোমার নিয়ম লঙ্ঘন জনিত যে শাস্তি তাহা যেন বিশ্বাসপূর্ণ মনে আনন্দের সহিত বহন করিতে পারি। "ঘোর বিপদেও বল্‌ব তোমায় দয়াময়।" দয়াল প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। করুণাময়, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তোমাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করি।

শোকে

করুণাময় ঈশ্বর! মানব হৃদয়ে শোক দিয়া অপার কৃপা প্রকাশ করিয়াছ। এই শোকই ইহলোকবাসীর সহিত পরলোকবাসীর হৃদয়কে এক সূত্রে বাঁধিতেছে। শোক না থাকিলে পরলোকবাসী আত্মাকে ভুলিয়া যাইতাম। দেখো প্রভো! এই শোকের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন মোহপাশে বদ্ধ না হই। শোকের তীব্রতা সময়ে হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু যথার্থ শোক চিরস্থায়ী; এই শোক দ্বারা তুমি পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিতেছ। ধন্য প্রভো! শোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া যাহাতে পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক পরলোকগামী আত্মাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির ও পবিত্র রাখিতে পারি, এই প্রার্থনা করি।

মৃত্যুকাল

ভবকর্ণধার, দয়াময় দীনবন্ধো! প্রভো! আমার ভবের খেলা শেষ হইয়া আসিল। চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া আসিতেছে, সম্মুখস্থ প্রিয়জনদিগকে আর দেখিতে পাইতেছি না। কর্ণ বধির হইল, তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনি আর কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। হস্ত পদ অবসন্ন হইল। ইন্দ্রিয়গণ আর বিষয় ভোগে স্পৃহা করিতেছে না। পতিতপাবন! এখন আমি ইহলোক ত্যাগ করিতেছি। একাকী আসিয়াছিলাম, একাকী যাইতেছি। হে ভবকর্ণধার! এখন এক বার মাভৈঃ রবে সম্মুখে দাঁড়াও। আমি তোমায় দেখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হই। জয় জয় করুণাময় দীনবন্ধো! জয় জগদীশ, প্রাণারাম পতিতপাবন।

পঞ্চম অধ্যায়

নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান

জীবনের প্রধান প্রধান ব্যাপারে পরিবারস্থ লোকদিগের ও সমাজের বন্ধুদিগের সহিত হৃদয়যোগে যুক্ত হইয়া, সেই ব্যাপার হইতে উত্থিত সুখ দুঃখ ও আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন—ইহাই নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের প্রধান কথা।

নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে বাহ্যাড়ম্বরের বাহুল্য করিলে তাহাতে প্রাণ থাকে না; ঈশ্বরের দিকে হৃদয় উত্তোলন নাম মাত্র হইয়া পড়ে; অধিক ব্যয় ও অধিক পরিশ্রমের ফলে পরে মনে অশান্তি উপস্থিত হয়। অতএব ব্রাহ্মগণ নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে বাহ্যাড়ম্বরের বাহুল্য করিবেন না। যে প্রকারে অনুষ্ঠানটি করিলে অনুষ্ঠানকারীর হৃদয়ের ভাব উপযুক্ত রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একটি কার্য্যপ্রণালী তিনি নিজেই ভাবিয়া লইবেন! কোনও বিশেষ প্রথাকে অবশ্য-অনুসরণীয় বলিয়া মনে করিবেন না।

ব্রাহ্ম প্রত্যেক অনুষ্ঠান যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত নির্ব্বাহ করিবেন। যে সকল অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ আমোদ আহ্লাদ করিতে হয়, তাহাতেও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা বা উপাসনার অংশ যেন উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পন্ন হয়।

পারিবারিক অনুষ্ঠানে গৃহস্বামী কিংবা গৃহস্বামিনী উপাসনা প্রার্থনাদি করিলেই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। পরিবারের সহিত যিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নহেন, এমন লোক আচার্য্যের কার্য্য করিলে গৃহস্থের হৃদয়ের ভাব যথাযথ রূপে অনুসৃত হওয়া কঠিন হয়।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মদিগকে যে সকল নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়, তাহার প্রণালী যেরূপ হইলে ভাল হয়, তাহা এই অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। কোন কোনটির উপযোগী প্রার্থনাদির আদর্শও প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু গৃহস্থগণ এই সকল প্রণালী অবলম্বন এবং এই প্রার্থনাদি পাঠ করিলেও, তাহাকে নিজের প্রয়োজনের অনুরূপ পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইবেন।

সন্তান জন্ম

গৃহে শিশুর জন্ম হইলে গৃহস্বামী এই ভাবে কৃতজ্ঞতাসূচক প্রার্থনা করিতে পারেন :—

জননি, বিশ্বধাত্রি, সন্তানজন্মে আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা দান করি। তোমার এ দয়ার দান সাদরে গ্রহণ করি। আমাদের কত ভয় ভাবনার, প্রসূতির কত ক্লেশের, তুমি অবসান করলে। সন্তান দান ক'রে মাতার হৃদয় কত আনন্দে পূর্ণ করলে। জয়, তোমার করুণার জয়! শিশুকে আশীর্ব্বাদ কর, মাতাকে আশীর্ব্বাদ কর, পিতাকে আশীর্ব্বাদ কর, গৃহবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। এই শিশুর জীবনে যেন তোমার মহিমা প্রকাশিত হয়, এবং আমরা যেন উপযুক্ত যত্নে তোমার এই সন্তানকে পালন করতে পারি। কৃতজ্ঞতাভরে ভক্তিভরে তোমাকে প্রণাম করি।

জাতকর্ম্ম

সন্তানজন্মের পর প্রসূতি যখন সুস্থ শরীরে ঈশ্বর-চরণে বসিতে পারিবেন, সে সময়ে (সন্তান জন্মের ন্যূনাধিক এক মাস পরে) পরিবারস্থ সকলে আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া শিশুর জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। এই অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। ইহাতে উপস্থিত শিশুগণের আনন্দ বিধানের ব্যবস্থাও থাকিলে ভাল হয়।

জাতকর্ম্মের উপযোগী একটি প্রার্থনার আদর্শ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"জগৎজননি, জন্মদায়িনি, তুমিই প্রাণস্বরূপ হ'য়ে দশ মাস এই শিশুকে জননীর দেহে রক্ষা করেছিলে; তুমিই ধাত্রী হ'য়ে ইহাকে নিরাপদে এই পৃথিবীতে আনলে। এ পৃথিবী তোমারই করুণার ক্ষেত্র। তোমার আলো বাতাস, তোমার অন্ন জল, তোমার প্রেরিত জ্ঞান প্রেম পুণ্য, এই পৃথিবীতে তোমার সন্তানের পরিচর্য্যা করবে। এই শিশুকে পেয়ে আজ আমাদের কত আনন্দ! আজ আমরা সবান্ধবে শ্রদ্ধা যত্ন ও আদরের সহিত তোমার এ পবিত্র দান গ্রহণ করি। তুমি শিশুকে আশীর্ব্বাদ কর, পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ কর, এই গৃহকে আশীর্ব্বাদ কর। পৃথিবীতে এই শিশুর সুস্থ দীর্ঘ জীবন হউক। ইহার পরিবারের, তোমার জগতের ও মানব সমাজের সকল শ্রেষ্ঠ স্পর্শ যেন ইহার অমরাত্মার উপযুক্ত সেবা ক'রে, ইহাকে জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে নিত্য বর্দ্ধিত করতে পারে। তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি, ও তোমার এ অমূল্য দানকে আজ আমরা সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে গ্রহণ করি।"

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন

যখন শিশুর দন্তোদ্গম হইতে আরম্ভ হয়, তখনই জানা যায় যে তাহার নূতন প্রকারের আহারের প্রয়োজন হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সময়ে (শিশুর এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে) অন্নপ্রাশন ও নামকরণ অনুষ্ঠান এক সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শিশুগণ উপস্থিত থাকিবে, এজন্য এই অনুষ্ঠান দীর্ঘ না হইলে ভাল হয়।

প্রথমে নামকরণ হইবে। তাহাতে প্রথম সঙ্গীতের পর আচার্য্য এই ভাবে ঈশ্বরের স্তুতি ও প্রার্থনা করিতে পারেন :—

"হে জীবনদাতা, আমাদের সকলের পিতামাতা, আমাদের আদরের এই শিশুকে কোলে ক'রে আজ আমরা তোমার চরণে উপস্থিত হয়েছি। এ বিশ্বজগতে তোমার আশ্চর্য্য সৃষ্টিধারা চলেছে। আমাদের পিতৃগণের মাতৃগণের জন্মদাতা তুমি; তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণেরও জন্মদাতা তুমি। সমুদয় জীবের জীবনে তুমি প্রাণরূপে প্রকাশিত। কিন্তু মানুষকে তুমি প্রাণ ছাড়া আরও কিছু দিয়েছ, তাকে হৃদয় দিয়েছ, আত্মা দিয়েছ। তার দ্বারা সে তোমার জগৎকে কত ভাবে আস্বাদন করে; তার দ্বারা সে পৃথিবীর সঙ্গে কত সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়; তার দ্বারা সে তোমার ইচ্ছা জানবার, তোমার ইচ্ছা পালন করবার, এবং তোমার পুত্র কন্যা সঙ্গী ও সহায় হবার অধিকার লাভ করে। আমাদের প্রিয় এই শিশু ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তোমার এই সুন্দর জগতে বিচরণ করবে, তোমার জগৎকে কত ভাবে আস্বাদন করবে, মানুষের মধ্যে গণনীয় হ'য়ে কত কাজ করবে; আজ আমরা সেই ভবিষ্যৎকে মনের চক্ষে দর্শন ক'রে, ইহাকে একটি নাম দিবার জন্য সবান্ধবে তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। তুমি আজ এ শিশুর জন্য আমাদের সকলের, বিশেষতঃ পিতামাতার, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। এই শিশুরা আমাদের জীবনতরুর শ্রেষ্ঠ ফুল স্বরূপ। আমরা আশা করি, আমাদের প্রত্যেক গৃহ পরিবার তোমার পূজার দেউল হবে; পিতামাতা সেই দেউলের দাসদাসী হবেন, এবং প্রাণপণ যত্নের দ্বারা জীবনতরুর শ্রেষ্ঠ ফুলগুলিকে, গৃহের শিশু সন্তানগুলিকে, প্রস্ফুটিত ক'রে তুলে, সেই ফুলে তোমার পূজা করবেন। হে দেব, আজকার এ অনুষ্ঠান পিতামাতার হৃদয়ের সেই আকাঙ্ক্ষার একটু নিদর্শন মাত্র। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই আমরা আজ ইহাকে একটী নাম দান করচি, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সেই নামে এই শিশুর পরিচিত হবার আয়োজন ক'রে দিচ্চি। তুমি এই শিশুকে আশীর্ব্বাদ কর; সুস্থ দেহে

দীর্ঘ জীবনে এই নাম বহন ক'রে যেন এই শিশু নিজ চরিত্রের দ্বারা তোমার মহিমা প্রকাশ করতে পারে, এবং পিতামাতার ও সকল প্রিয় জনের আনন্দ বর্দ্ধিত করতে পারে। পিতামাতাকে, এই পরিবারকে, এবং উপস্থিত প্রিয়জনদিগকে তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্নেহ ভালবাসা দ্বারা, ব্যবহার ও দৃষ্টান্তের দ্বারা, ইহার অমরাত্মার সুকোমল ভাব সকলকে ফুটিয়ে তুলতে সকলে সাহায্য করতে পারেন। এই শিশুর পিতামাতার হৃদয় আজ এক দিকে যেমন আনন্দে আপ্লুত, অপর দিকে তেমনি নিজ দায়িত্বের অনুভূতিতে তোমার চরণে অবনত; তুমি পিতা-মাতার হৃদয়ের সেই কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি গ্রহণ কর, তাঁহাদের মনের সকল শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় তুমি আশীর্ব্বাদ কর।"

ইহার পর আচার্য্য শিশুর জন্মপত্রিকার প্রথমাংশ পাঠ ও শিশুর নাম ঘোষণা করিবেন। জন্মপত্রিকায় অভিভাবকের (পিতা বা মাতার হইলেই ভাল হয়) একটি প্রার্থনাও লিখিত থাকিবে। আচার্য্য কর্ত্তৃক নাম ঘোষণার পর অভিভাবক সেই প্রার্থনাটি পাঠ করিবেন। তৎপরে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে কয়েক জন জন্মপত্রিকায় স্বাক্ষর করিবেন।

জন্মপত্রিকা

জন্মপত্রিকা এক খানি দীর্ঘকালস্থায়ী মজবুত কাগজে লিখিত হওয়া উচিত। তাহা এই ভাবে লিখিত হইতে পারে:—

ওঁ

শ্রীমান্ ··· র জন্মপত্রিকা

অদ্য ··· বঙ্গাব্দের ··· মাসের ... দিবসে, ··· খ্রীষ্টাব্দের ... মাসের ··· দিবসে, ··· বাসরে, মঙ্গলময় পরমেশ্বর ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণের সমক্ষে, ··· নিবাসী শ্রীযুক্ত ·· ··· ও শ্রীযুক্তা ··· ··· র ··

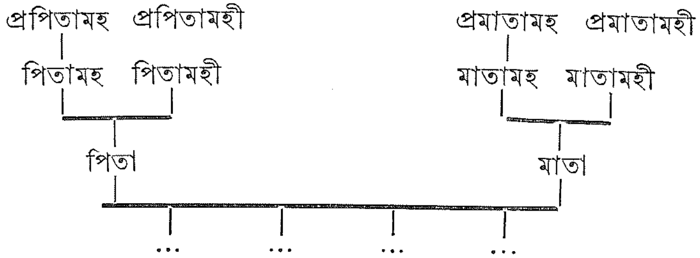
(প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি) সন্তান ও ··· (প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি) ··· (পুত্রের বা কন্যার) নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। শিশুকে ··· এই শুভ নাম প্রদত্ত হইল।

শিশুর জাতাহ,—··· বঙ্গাব্দের ··· মাসের ··· দিবস, ··· খ্রীষ্টাব্দের ·· মাসের···দিবস, ··· বার, ··· পক্ষের ··· তিথি, ··· ··· (সময়)। জন্ম স্থান ··· ··· ··· ···।

অদ্য শিশুর বয়স ··· বৎসর ··· মাস ··· দিন।

ঈশ্বর এই শিশুকে দীর্ঘায়ু করুন।

শিশুর বংশলতিকা



[অভিভাবকের প্রার্থনা]

হে করুণাসিন্ধু, তোমার কৃপায় অদ্য আমাদিগের এই শিশু সন্তান শ্রী ·· ···র নামকরণ সম্পন্ন হইল। ইহাকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রসাদে ইহার শরীর মন উপযুক্ত রূপে বিকশিত হয় ও ইহার জীবনস্রোত তোমার পথে প্রবাহিত হয়। ইহার জীবনে তোমার মহিমা মহীয়ান হউক।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

[সাক্ষীদিগের স্বাক্ষর]

অদ্য আমরা শ্রী··· ·· র এই শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

(আচার্য্য) শ্রী··· ··· ···
(ঠিকানা) ··· ···
(সাক্ষী) শ্রী··· ··· ···
(ঠিকানা) · · ···
(সাক্ষী) শ্রী· · ··· ···
(ঠিকানা) ··· ···

অন্নপ্রাশন

জন্মপত্রিকা স্বাক্ষরিত হইলেই নামকরণ ক্রিয়া শেষ হইল। তাহার অব্যবহিত পরেই অন্নপ্রাশন হওয়া বাঞ্ছনীয়। গৃহস্বামী অন্নাদি এমন করিয়া প্রস্তুত রাখিবেন যে নামকরণের পর অন্নপ্রাশন আরম্ভ করিতে যেন কালবিলম্ব না ঘটে। তৎপরে শিশুর পিতামাতা কিংবা অন্য কোন আত্মীয় অথবা আচার্য্য এই মর্ম্মের একটি প্রার্থনা করিবেন ঃ—

"জননি, বিশ্বপালয়িত্রি, তোমারই করুণায় এই শিশু এ পর্য্যন্ত সুস্থ দেহে বর্দ্ধিত হ'য়ে আমাদের হৃদয়ে কত আনন্দ দান করচে। আজ এর মুখে বয়স্কদের যোগ্য অন্ন প্রথম তুলে দিবার সময় আমরা তোমাকে সবান্ধবে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করি। তুমিই অন্ন দিয়ে শরীর পোষণ কর, আবার তুমিই জ্ঞান প্রেম পুণ্যে আত্মাকে পুষ্ট কর। তোমার অন্ন এর জীবনে কল্যাণের কারণ হোক, তোমার প্রেম-অন্ন সারাজীবনে এর আত্মাকে পুষ্ট করুক। আমরা তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।"

ইহার পর শিশুর মুখে কিছু সুমিষ্ট খাদ্য প্রদান করা হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

কোন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহার বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসর হওয়া আবশ্যক। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। তাহার কোন উপাসক মণ্ডলীর সহিত অন্ততঃ এক বৎসর কাল যোগ থাকা আবশ্যক।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের জন্য উৎসুক হইলে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে কেহ উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যের নিকটে এই সংবাদ ব্যক্ত করিবেন। আচার্য্য তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন যে তিনি ঈশ্বরের উপাসনাব্রতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন কি না, এবং জীবনে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সকল রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন কি না।

তিনি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশার্থী, আচার্য্য এই সংবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ-অনুষ্ঠানের অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে উপাসক-মণ্ডলীকে জানাইবেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সামাজিক উপাসনাস্থলে অথবা অন্য কোনও ভবনে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণার্থীকে ও বন্ধুদিগকে লইয়া সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। আরাধনার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ-অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হইবে। তাহার প্রণালী এইরূপ হইতে পারে :—

কোনও ধর্ম্মবন্ধু প্রবর্ত্তকরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণার্থীকে আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত করিবেন ও বলিবেন,—শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয়, আপনার নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণার্থী শ্রীমান্ [বা শ্রীমতী] ···কে উপস্থিত করিতেছি, এবং আমি যথাজ্ঞান ইঁহাকে তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত বলিয়া জানাইতেছি।

ইহার পর আচার্য্য নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্ন করিবেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণার্থী নিম্নলিখিতভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন।

আচার্য্য—তুমি কি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকল জান এবং তাহা বিশ্বাস কর ?

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণার্থী—আমি জানি এবং বিশ্বাস করি।

আ—ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে তুমি যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তোমার এই সঙ্কল্পে কি তুমি ঈশ্বরের অনুমোদন ও প্রেরণা অনুভব করিতেছ ?

ব্রা—অনুভব করিতেছি।

আ—জীবনের সকল বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত হইয়া চলিতে, এবং ব্রাহ্মসমাজের পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ সকল রক্ষা করিতে তুমি কি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছ ?

ব্রা—হাঁ হইয়াছি। ঈশ্বর ইহাতে আমার সহায় হউন।

আ—তবে তুমি মুক্তকণ্ঠে এই ধর্ম্মবন্ধুগণের সমক্ষে তোমার বিশ্বাস ও সঙ্কল্প ব্যক্ত কর।

ব্রা—ঈশ্বর একমাত্র ; তিনি চিন্ময় ও অনন্ত ; তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা ; সকল নর নারী সমভাবে তাঁহার কৃপার ও তাঁহার পূজার অধিকারী,—ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূল সত্যসকলে বিশ্বাস পূর্ব্বক আমি অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছি।

আমি প্রতিদিন একমাত্র চিন্ময় অনন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা করিব। ঈশ্বর জ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের ও মানবাত্মার মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে কোন সৃষ্ট বস্তুর বা জীবের পূজা করিব না।

যে কার্য্য সৎ ও যাহা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য, আমি তাহাই করিব। যাহা অসৎ ঈশ্বরের অপ্রিয়, তাহা হইতে বিরত থাকিব।

জাতিভেদ কিংবা অন্য কোনরূপ সামাজিক কুরীতির অনুসরণ বা

সমর্থন করিব না। আমার পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিব।

বর্ষে বর্ষে ও সাংসারিক সকল শুভ কর্ম্মে ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করিব।

হে পরমেশ্বর, তোমার এই ধর্ম্ম পালন করিতে তুমি আমাকে দয়া করিয়া বল বিধান কর।"

ইহার পর আচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণার্থীকে উপদেশ প্রদান করিবেন ও প্রার্থনা করিবেন।

উপস্থিত বন্ধুগণের মধ্যে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি (শেষ প্রার্থনার পূর্ব্বে) ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণার্থীকে অভ্যর্থনাসূচক দু একটি কথা বলেন, তবে ভাল হয়।

উপাসনা শেষে বন্ধুগণ ধর্ম্মপুস্তক কিংবা উপাসনার অন্যবিধ উপকরণ উপহার দিতে পারেন।

ব্রাহ্মসমাজে নবপ্রবিষ্ট ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজস্থ বন্ধুগণের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মসাধন ব্রতে দীক্ষা

ব্রাহ্ম পিতামাতা পুত্র কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া লৌকিক জ্ঞান, এবং নীতি বিদ্যালয়ে অথবা বালক বালিকার উপযোগী কোন ধর্ম্ম শিক্ষালয়ে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্ম জ্ঞান শিক্ষা দিবেন।

কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে কেবল সাধারণ ভাবে জ্ঞান দান করা সম্ভব। বালক বালিকার ধর্ম্মজীবনের বিকাশের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়।

ব্রাহ্ম পিতামাতা যত্ন করিবেন যেন পুত্র কন্যা উপযুক্ত বয়সে ঈশ্বরকে নিজ জীবনের নিয়ন্তা ও পরিচালক রূপে অনুভব করিয়া তাঁহার নিয়মিত উপাসনার জন্য ও নিজ অবস্থার উপযোগী অন্যান্য ধর্ম্মসাধন অবলম্বনের জন্য ব্যাকুল হয়।

পুত্র কন্যার অন্তরে একবার এই ব্যাকুলতা উদিত হইলেই, যাহাতে তাহা নিরন্তর প্রবল থাকে ও শিথিল হইতে না পায়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা আবশ্যক হয়। ধর্ম্মপ্রাণ পিতামাতা এই অবস্থায় সন্তানকে ধর্ম্মসাধন ব্রতে 'দীক্ষা' প্রদান করিতে উৎসুক হন। ন্যূনাধিক ১৬ বৎসর বয়স দীক্ষা দানের উপযুক্ত সময়।

পিতা বা মাতা বা পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ অপর কোন শ্রদ্ধেয় গুরুজন এই দীক্ষা দান করিলেই ভাল হয়।

"আজ হইতে আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া চলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব, আজ হইতে আমি আজীবনের জন্য ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিব, আজ হইতে আমি বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের হইলাম,"— দীক্ষিতের অন্তরে এই ভাবগুলি জাগরিত হইয়া উঠিলে, এবং অপর দিকে দীক্ষাদাতা দীক্ষিতের সহিত আত্মিক যোগ রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্ববিধ সংগ্রামে ও বিকাশে তাহার সহায় হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, দীক্ষানুষ্ঠান সার্থক হয়। দীক্ষিতের অন্তরে এই সকল প্রতিজ্ঞা উদিত না হইলে এবং উভয়ের মধ্যে এই সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে এরূপ অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া যায়।

এ অনুষ্ঠানের প্রণালী প্রত্যেক দীক্ষার্থী ও দীক্ষাদাতার বিশেষ সম্বন্ধের উপরে এবং দীক্ষার্থীর তৎকালীন মানসিক অবস্থার ও বিকাশের উপরে নির্ভর করে। এজন্য ইহার কোনও একটী প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়।

এ অনুষ্ঠানে ব্রহ্মোপাসনার পর দীক্ষিত ব্যক্তি নিজের উপযোগী ধর্ম্ম-সাধন ব্রত গ্রহণ সূচক একটি প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে ভাল হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্মদীক্ষা

যাঁহারা কেবল ধর্ম্ম মতের পরিবর্ত্তনের জন্য নয়, কিন্তু প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য যাঁহারা সঙ্কল্পারূঢ় হন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্মদীক্ষা উভয় অনুষ্ঠান এক হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

এইরূপ একটি অনুষ্ঠানে অবলম্বিত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে মুদ্রিত হইল।

"কল্যাণভাজন শ্রী··· ···, আজ তুমি যে সঙ্কল্প গ্রহণ করলে, তার দায়িত্ব ও গুরুত্ব ভাল ক'রে অনুভব কর। আজ তুমি শুধু মানুষের সম্মুখে নিজের মতামত স্বীকার করচ না; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত হ'য়ে চলবে ব'লে, তিনি চালক হ'য়ে যে পথে তোমাকে চালাবেন সে পথেই তুমি চলবে ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'চ্চ। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ভিন্ন এই শুভ সঙ্কল্প প্রাণে উদয় হয় না। আজ তোমার এই সঙ্কল্পে তুমি তাঁর হাত দেখ, এবং তাঁর হাতে তুমি পূর্ণ ভাবে আত্ম সমর্পণ কর। ধর্ম্মজীবনের পথে চলবার এক মাত্র মন্ত্র, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন। আজ তোমার প্রাণ ঈশ্বরকে বলুক, যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনিয়া চলি তোমারি ডাক। আজ ভেবে দেখ, এই মন্ত্রে কি তুমি প্রাণকে বেঁধেছে? ভেবে দেখ, কেন তুমি সংসারের গুরুজন ও প্রিয়জনদের অসন্তোষ ভাজন হ'তে

যাচ্চ, কেন সংসারে এত ক্লেশ উৎপন্ন করতে যাচ্চ। সকলের চেয়ে বড় যিনি, যাঁর প্রিয় হবার জন্য সকলের অপ্রিয় হওয়া সাজে, তাঁর চরণে কি তুমি ভাল ক'রে মাথা রেখেছ! তুমি কি সঙ্কল্প নিয়েছ যে, নিজ ইচ্ছা রুচি বাসনা কল্পনা চিন্তা—সকলেরই উপরে নিরন্তর ঈশ্বরের চক্ষুকে রাখবে, এবং তাঁর অনুমোদন ভিন্ন কিছু করবে না?

আজকার এ অনুষ্ঠানকে তুমি শুধু সমাজ পরিবর্ত্তন ব'লেও দেখো না। ইহা জীবন পরিবর্ত্তন। রোমান্ ক্যাথলিকদের মধ্যে যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল যে, মৃত দেহের কৃষ্ণবর্ণ আবরণ-বস্ত্র দিয়ে বেষ্টন ক'রে তাকে মঠের বাহির হ'তে মঠের ভিতরে আনা হ'ত। ইহার মর্ম্ম এই ছিল যে, আজ হ'তে এর সংসারের জীবন শেষ হ'ল, অন্য জীবন আরম্ভ হ'ল। তেমনি তুমি মনে রেখো, আজ হ'তে তোমার নিজ ইচ্ছায় চলার জীবন শেষ হ'ল; প্রভুর ইচ্ছায় চলার জীবন আরম্ভ হ'ল।

নিরন্তর আত্মপরীক্ষা ও আত্মসমর্পণের দ্বারাই এ জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়। তুমি আত্মপরীক্ষা ও আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতাকে আগুনের মতন প্রাণে জ্বালিয়ে রাখবে; কখনও নিস্তেজ হ'তে দিবে না। যে-সঙ্গে, যে-প্রভাবে এই ব্যাকুলতাকে ক্ষীণ ক'রে দেয়, তাকে সর্ব্বদা বিষের ন্যায় ত্যাগ কর্‌বে।

ঈশ্বরের চরণদুর্গে তুমি অভয় আশ্রয় লাভ কর। তা হ'লে পাপ প্রলোভন, লোকনিন্দা বিদ্রূপ উপহাস, দুঃখ দারিদ্র্য অন্ধকার, কিছুই তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাঁরি দিকে তাকাও, আমাদের দিকে তাকাইও না। সংসারের লোক তোমাকে বলতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ কি একটা যাবার জায়গা? ওখানকার মানুষগুলি অপদার্থ, ওখানে প্রাণ নাই। তখন তুমি সেই সত্যস্বরূপ পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের

দিকে দৃষ্টি রেখো। ব্রাহ্মসমাজকে শুধু কয়েক জন দুর্ব্বল মানুষের সমাজ ব'লে দেখো না। ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর চরিত্রবীরগণের জীবনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস উজ্জ্বল। ব্রাহ্মসমাজ কাদের সমাজ? রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ,—প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এঁদের সমাজ ব'লেই ব্রাহ্মসমাজকে ভাব। এঁরা এখন ব্রাহ্মসমাজে দেহে না থাকলেও প্রাণ রূপে আছেন। এঁরাই তোমাকে আদর ক'রে গ্রহণ করচেন, ইহাই আজ তুমি সর্ব্বাগ্রে অনুভব কর। তার পর আমরা এঁদের পশ্চাতে আছি। আমরাও তোমাকে আদর ক'রে গ্রহণ করচি। আজ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, সেই পূজ্য অগ্রণীদের আশীর্ব্বাদ, এখানে উপস্থিত সকলের আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকে পতিত হোক।"

বিবাহ ও তাহার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান

ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের আদর্শ এই যে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও একটি পূর্ণবয়স্কা নারী স্ব-ইচ্ছায় পরস্পরকে আজীবনের সঙ্গী বলিয়া নির্ব্বাচন করিবেন। অভিভাবকগণের অনুমোদন ও পাত্রপাত্রীর পরস্পর মনোনয়ন, উভয়ের সম্মিলন হইলেই বিবাহ অনুষ্ঠান অধিকতর আনন্দের কারণ হয়।

হিন্দু বিবাহের ভাব এই যে কন্যার অভিভাবক বরকে কন্যা 'সম্প্রদান' করেন। বর প্রথমতঃ কন্যা-সম্প্রদাতাকে সম্প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করেন, ও পরে এইরূপে সম্প্রদত্ত কন্যাকে গ্রহণ করেন।

কন্যার অভিভাবক কর্ত্তৃক এইরূপ কন্যা সম্প্রদানে ও বর কর্ত্তৃক সেই সম্প্রদত্ত কন্যার গ্রহণেই হিন্দু বিবাহ 'বিবাহ' বলিয়া সিদ্ধ হয়।

ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের ভাব অন্য রূপ। তাহাতে বর ও কন্যা স্ব-ইচ্ছায় উপস্থিত বন্ধুদিগের সমক্ষে পরস্পরকে পতিপত্নী রূপে গ্রহণ করেন। ইহাতেই ব্রাহ্ম বিবাহ সিদ্ধ হয়।

এই দুই প্রকার বিবাহের মৌলিক পার্থক্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্ম বিবাহে 'কন্যা সম্প্রদান' বলিয়া কোন অংশ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা পাত্রী ও পাত্রকে বন্ধুগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া দিতে পারেন মাত্র।

দুইটি পূর্ণবয়স্ক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া পরস্পরকে আজীবন সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিতেছে, সমুদয় ভবিষ্যৎ জীবনের ভার ও দায়িত্ব ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া তাহারাই নিজ নিজ মস্তকে তুলিয়া লইতেছে,—এইরূপ একটি ব্যাপারকে যেরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত অনুষ্ঠানের আকার প্রদান করা উচিত হয়, ব্রাহ্ম বিবাহ অনুষ্ঠানে যেন সে গাম্ভীর্য্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হয়; এ জন্য বর কন্যা ও অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি যথোপযুক্ত উপায় এবং যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

এই কারণে বিবাহের আনুষঙ্গিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতিকে বিবাহের উপাসনা হইতে কিঞ্চিৎ কাল-ব্যবধানে ঘটিতে দেওয়া উচিত; এবং এই কারণে ব্রাহ্ম বিবাহে অধিক বাহ্যাড়ম্বর ও বহুবিধ বাহ্য অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বর ও কন্যার পরস্পর মনোনয়নের পর বাগ্দান, বিবাহ দিনের পূর্ব্বে মাঙ্গল্য অনুষ্ঠান (আইবুড়ভাত বা অব্যূঢ়ান্ন), বিবাহের পরে বরের বাড়ীতে বধূর সম্বর্দ্ধনা, প্রভৃতি ব্যাপারও বাহ্যাড়ম্বরবহুল হওয়া উচিত নয়। ইহার প্রত্যেকটিতে উপযোগী মনের ভাব লইয়া সকলে ঈশ্বরের চরণে বসিবেন, ইহাই প্রধান কথা।

কোন কোন ব্রাহ্ম বিবাহ উপাসনা-মন্দিরে সম্পন্ন হয়। তাহাতে বিবাহের উপাসনার গাম্ভীর্য্য রক্ষা সহজ হয়।

কন্যার বাড়ীতে বিবাহ হইলেও উভয় পক্ষ এক হইয়া বিবাহ অনুষ্ঠানটির সমুদায় ব্যবস্থার, পরিশ্রমের, এবং সম্ভব হইলে ব্যয়েরও অংশ বহন করিলে ভাল হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পণপ্রথার দূষণীয়তা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল পণগ্রহণই দূষণীয় নয়। কন্যাপক্ষ অপেক্ষা বরপক্ষ অধিক সম্মান-ভাজন, এইরূপ ধারণা মনে মনে পোষণ করা, এবং কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বরপক্ষের সম্মান দাবী করা প্রভৃতিও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবিরুদ্ধ।

বিবাহের বাগদান

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর বিবাহের বিলম্ব থাকিলে, পাত্র ও পাত্রী এবং উভয়ের আত্মীয়গণ বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া এক দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া এই মনোনয়নকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া লইলে ভাল হয়।

সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর আচার্য্য ভাবী বর ও কন্যাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিতে পারেন যে,—তাঁহারা যে পরস্পরের নিকটে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতেছেন, ইহাতে তাঁহারা ঈশ্বরকে সাক্ষী বলিয়া অনুভব করুন; উভয় পরিবারের পূজ্যগণের আশীর্ব্বাদের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় স্নিগ্ধ হউক; উভয়ে পরস্পরের রুচি প্রকৃতি ভাল করিয়া জানিবার জন্য এবং স্বীয় জীবনকে তাহার অনুরূপ করিয়া গড়িয়া লইবার জন্য যত্ন করুন; যে-শ্রদ্ধাযুক্ত প্রণয় কেবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে না, কিন্তু সম্ভ্রম সৃষ্টি করে, যাহা পরস্পরের সম্মান ও মর্য্যাদা পূর্ণ ভাবে রক্ষা করে, এবং উভয়কে সংযম শিক্ষা দেয়, সেই উন্নত প্রণয় উভয়ের হৃদয়কে পূর্ণ করুক।

শেষ প্রার্থনার পর বর ও কন্যার অভিভাবকগণ কন্যা ও বরকে

আশীর্ব্বাদ করিবেন। কোন কোন স্থলে পাশ্চাত্য প্রথা অনুসরণ করিয়া বর কন্যাকে অঙ্গুরীয় প্রদান করেন।

বিবাহ দিনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মাঙ্গল্য অনুষ্ঠান
('আইবুড় ভাত')

বিবাহের দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর ও কন্যা উভয়ের বাড়ীতে ঈশ্বরের উপাসনা হইলে ভাল হয়। অতীতপ্রায় কুমার-জীবন ও কুমারী-জীবনে তাঁহারা ঈশ্বরের যে অজস্র করুণা সম্ভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশই এই উপাসনার প্রধান ভাব। এতদ্ভিন্ন, দুই বংশের মধ্যে যোগ স্থাপন হইতে যাইতেছে বলিয়া প্রত্যেক পরিবারে পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করা ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করাও স্বাভাবিক।

বিবাহ

বিবাহের স্থানটি উপাসনার অনুকূল করিয়া প্রস্তুত করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মদিগের বিবাহ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হওয়া উচিত। তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশের সম্পত্তি প্রভৃতি নিরাপদ হয়, এবং ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক আদর্শ রক্ষার সাহায্য হয়।

যেখানে বিবাহ ও রেজিষ্টারী এক সঙ্গে হয়, সেখানে রেজিষ্টারের সম্মুখে বর ও কন্যার প্রাথমিক বিবৃতি (declaration) বিবাহ সভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই হইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং বিবাহের সময় রেজিষ্টার ও সাক্ষীগণ এমন স্থানে বসিবেন যেখান হইতে বর ও কন্যার উচ্চারিত উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা শুনিতে পান।

বিবাহ পদ্ধতি

বর, কন্যা, আচার্য্য, বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ আসন পরিগ্রহ করিলে প্রথম সঙ্গীত হইবে।

তৎপরে আচার্য্য ঈশ্বর স্মরণ করিবেন ও এই শুভানুষ্ঠানে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

পরিচয় প্রদান ও সভাস্থগণের অনুমতি গ্রহণ

অতঃপর কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা কন্যার ও বরের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সভাস্থগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন এবং সভাস্থগণ 'স্বস্তি' বলিবেন। এই পরিচয় প্রদান নিম্নলিখিত রূপে করা যাইতে পারে :—

কন্যাকর্ত্তা (দণ্ডায়মান হইয়া)—আমার…কল্যাণীয়া শ্রীমতী…, ……র পুত্র শ্রীমান…র সহিত পরিণীতা হইতে ইচ্ছুক হওয়ায়, আমি উক্ত শ্রীমতীকে এই বিবাহ সভায় উপস্থিত করিতেছি। আপনারা প্রসন্ন মনে ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং এই শুভানুষ্ঠানে 'স্বস্তি' বলুন।

সভাস্থ সকলে—স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

বরকর্ত্তা (দণ্ডায়মান হইয়া)—আমার … কল্যাণীয় শ্রীমান …, ……র কন্যা শ্রীমতী …র পাণিগ্রহণেচ্ছু হওয়ায়, আমি উক্ত শ্রীমানকে এই বিবাহ সভায় উপস্থিত করিতেছি। আপনারা প্রসন্ন মনে ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং এই শুভানুষ্ঠানে 'স্বস্তি' বলুন।

সভাস্থ সকলে—স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

বর ও কন্যার সম্মতি

আচার্য্য বরকে প্রশ্ন করিবেন,—শ্রীমান্…, তুমি কি এই কল্যাণীয়া শ্রীমতী …কে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে?

বর বলিবেন,—গ্রহণ করিব।

আচার্য্য কন্যাকে প্রশ্ন করিবেন,—শ্রীমতী…, তুমি কি এই কল্যাণীয় শ্রীমান্…কে তোমার পতিরূপে গ্রহণ করিবে?

কন্যা বলিবেন,—গ্রহণ করিব।

ব্রহ্মোপাসনা

বর কন্যার সম্মতি জ্ঞাপনের পর দ্বিতীয় সঙ্গীত হইবে। তৎপরে আচার্য্য ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। মানব-সমাজে, মানবের গৃহ পরিবারে, এবং মানবীয় স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করা, এই উপাসনার বিশেষ ভাব হইলে ভাল হয়।

তৎপরে তৃতীয় সঙ্গীত হইবে। তৃতীয় সঙ্গীতের পর আচার্য্য বরের দক্ষিণ হস্তের উপর কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক পুষ্পমাল্য দ্বারা বন্ধন করিবেন। বর ও কন্যা তদবস্থায় নিম্নলিখিত ভাবে উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিবেন।

উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা

বর—আমি শ্রী… … অদ্য সর্ব্বদর্শী পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে এবং সমাগত গুরুজন ও বন্ধুদিগকে সাক্ষী করিয়া, স্ব-ইচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে, শ্রীমতী… …, তোমাকে আমার বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, তোমার মঙ্গল সাধনে আমি আজীবন যত্নবান থাকিব, এবং ধর্ম্মে অর্থে ও ভোগে তোমাকে অতিক্রম করিব না। আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের মিলিত হৃদয় ঈশ্বরের হউক।

কন্যা—আমি শ্রী… … অদ্য সর্ব্বদর্শী পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে এবং সমাগত গুরুজন ও বন্ধুদিগকে সাক্ষী করিয়া, স্ব-ইচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে, শ্রীযুক্ত… …, তোমাকে আমার বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, তোমার মঙ্গল সাধনে আমি আজীবন যত্নবতী থাকিব, এবং ধর্ম্মে অর্থে ও ভোগে তোমাকে অতিক্রম

করিব না। আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের মিলিত হৃদয় ঈশ্বরের হউক।

বর ও কন্যার মিলিত প্রার্থনা

বর ও কন্যা সমস্বরে এই প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করিবেন,—

হে মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর, এই পবিত্র বিবাহ-ব্রত পালনে তুমি আমাদের সহায় হও।

বর ও কন্যার মাল্য (ও অঙ্গুরীয়) বিনিময়

উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা ও যুক্ত প্রার্থনা উচ্চারণের পর আচার্য্য বর ও কন্যার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিবেন। তখন বর ও কন্যা মাল্য (ও অঙ্গুরীয়) বিনিময় করিবেন। অঙ্গুরীয় বিনিময় সকল ক্ষেত্রে করা হয় না।

আচার্যের উপদেশ ও প্রার্থনা

ইহার পর আচার্য্য বর কন্যাকে উপদেশ দিবেন ও তাঁহাদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন। এই উপদেশ প্রত্যেক ক্ষেত্রে বর ও কন্যার উপযোগী করিয়া দেওয়া আবশ্যক। নিম্নে সঙ্কলিত উপদেশ-বাক্যগুলি হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার সমুদয় বাক্য সকল ক্ষেত্রের উপযোগী না-ও হইতে পারে।

"কল্যাণভাজন শ্রীমান্ ···, শ্রীমতী ···, আজ তোমরা মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'লে। শৈশব হ'তে তিনি যত রূপ বিধির মধ্য দিয়ে তোমাদের দুজনকে নিয়ে এসেছেন, আজ তার চেয়ে অনেক গুরুতর, অনেক অধিক সুমহৎ, অনেক অধিক আনন্দে ও দায়িত্বে পূর্ণ নূতন এক বিধির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই বিধিতে তাঁর হাত তোমরা দর্শন কর। তোমাদের নিজেদের নির্ব্বাচন, অভিভাবক-

গণের অনুমোদন, সমাজের ও আইনের অনুমতি,—এ সকলকেই আজ দেখো না। মানব-হৃদয়ের সকল প্রীতির বন্ধনের ভিতরে যাঁর হাতের বাঁধন, সমাজের ও আইনের শৃঙ্খলের ভিতর যাঁর দৃঢ় মুষ্টি, তোমাদের এই নূতন আকর্ষণের ভিতরে যাঁর লীলা, যিনি মানবকুলের ও জনসমাজের নেতা ও বিধাতা,—তাঁর হাত দেখ, তাঁর বিধাতৃত্ব অনুভব কর।

মানবজীবনের জন্য যা যা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন, বিধাতা সে সকলেরই সঙ্গে আনন্দকে যুক্ত করেছেন। তাঁরই এ বিধি যে আমরা অন্নে স্বাদ পাই, পতি পত্নীর সম্বন্ধ আমাদের জীবনকে অপূর্ব্ব সুখে পূর্ণ করে, সন্তান-স্নেহ আমাদের হৃদয়কে অপূর্ব্ব আনন্দে অভিষিক্ত করে। কিন্তু মানুষকে তিনি যে পরিমাণে অন্য জীব হ'তে শ্রেষ্ঠ করেছেন, মানবজীবনে তিনি সেই পরিমাণে সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও আদর্শসকল প্রকাশ করেছেন। আপন আপন সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দুজনে একত্রে মিলে সুখী হওয়া অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কত মহৎ লক্ষ্য মানবজীবনে আছে; তোমরা সে সকলের অন্বেষণ কর। দুজনে মিলে কল্যাণকে অন্বেষণ কর, মনুষ্যত্বকে অন্বেষণ কর। যাহারা কেবল সুখকে অন্বেষণ করে, সংসারে অকল্যাণকে দূর কর্‌বার জন্য যে বলের প্রয়োজন হয়, সে বল তারা আয়ত্ত কর্‌তে পারে না।

তোমরা দুজনে আজ পরস্পরের হাতে আত্মসমর্পণ কর্‌চ। যে উন্নত প্রেম প্রেমাস্পদের স্বাধীনতার সম্মান ক'রে আপনাকে তাঁর সেবার ও সাহচর্য্যের জন্য নিত্য উন্মুখ রাখে, সেই উন্নত প্রেম তোমাদের উভয়ের জীবনে রাজত্ব করুক।

মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন দম্পতি পরস্পরকে মনে মনে বলেন, 'কেন আমি তোমার পাশে এলাম? তোমাকে পেয়ে সুখী হব ব'লে নয়। কিন্তু সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ, আলো, ও অন্ধকারের মধ্যে কে তোমার

চিরসেবক চিরসেবিকা হবে? সে জন আমি। সংসারের আর সব ট'লে গেলেও কে তোমার পাশ থেকে টল্‌বে না? সে জন আমি।'

তোমরা তোমাদের গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌বে,—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ,
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

তোমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ হও, ব্রহ্মপরায়ণ হও, তোমাদের গৃহ ঈশ্বরের গৃহ হোক্। শুধু যে গৃহে তাঁর নাম, তাঁর উপাসনা প্রার্থনা প্রতিষ্ঠিত কর্‌বে, তাই নয়; কিন্তু জীবনের সকল প্রশ্নে তাঁর আদেশের অনুবর্ত্তী হ'য়ে চল্‌বে।

যখন কোন নূতন দেশে মানুষ যায়, বন্ধুরা তাকে ভাল ক'রে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিতে বলে। যাতে পথের বিপদ কাটে, যাতে কল্যাণ হয়, এমন বস্তু থাক্‌লে তা সঙ্গে দিয়ে দেয়। জগতের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি মন্ত্র, একটি অক্ষয় কবচ আমাদের জানা আছে; সেটি ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা। তোমরা প্রার্থনাকে জীবনের সম্বল কর। তোমরা সুখে প্রার্থনা ক'রো, দুঃখে প্রার্থনা ক'রো, অন্ধকারে শোকে বিপদে প্রার্থনা ক'রো; যদি কোন দিন ঈশ্বরে সন্দেহ আসে, যদি কোন দিন পরস্পরে সন্দেহ আসে, তখনও প্রার্থনাই ক'রো। প্রার্থনাই চির জীবনের এক সম্বল।

(বরকে)—তুমি এখন থেকে গৃহীর দায়িত্বভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ কর্‌লে। যাঁর ভালবাসা তোমার পরিশ্রমের সব ক্লান্তি হরণ করবে, যিনি তোমার আত্মোন্নতির সব চেষ্টায় তোমাকে উৎসাহ দিবেন, এমন এক জনকে ঈশ্বর আজ তোমার পাশে এনে দিচ্চেন। সেই আর-একটি মানুষের দায়িত্ব তোমার উপরে পড়্‌চে। এই দায়িত্বের প্রেরণায় তোমার সকল যত্ন ও চেষ্টা আপনা-আপনি দ্বিগুণিত হবে; আবার দিনান্তে তাঁর প্রসন্ন মুখখানি দেখে তোমার সব ক্লান্তি আপনা-আপনি দূর হ'য়ে

যাবে। এই নূতন সম্বন্ধের আনন্দ ও দায়িত্ব তোমার অন্তরকে আজ পূর্ণ করুক।

(কন্যাকে)—আজ তুমি জীবনের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ কর্‌চ। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে, পতির উপরে নির্ভর ক'রে, ও নিজ অন্তরের প্রেমের শক্তির উপরে নির্ভর ক'রে, এই পথে অগ্রসর হও। আজ তুমি সঙ্কল্প লও, জীবনে প্রেমকে সর্ব্বপ্রধান স্থানে রাখ্‌বে। যত কাজ আস্‌বে, প্রেম দিয়ে সম্পন্ন কর্‌বে; যত প্রশ্ন আস্‌বে, প্রেম দিয়ে মীমাংসা করবে। 'আমি ভালবাস্‌ব, আমি মাথা নত কর্‌ব, আমি আমার ব'লে কিছু রাখ্‌ব না', এই যার মন্ত্র, তার গৃহ মধুময় হয়, তার সংসার তপোবন হ'য়ে যায়। গৃহকে ধর্ম্মে সৌজন্যে স্নেহ প্রীতির আনন্দে পূর্ণ রাখা প্রধানতঃ নারীরই কাজ। ঈশ্বর তোমার অন্তরের প্রেমকে উজ্জ্বল ও সবল ক'রে এই মহৎ কর্ত্তব্যের জন্য তোমাকে প্রস্তুত করুন।

[প্রার্থনা]

হে পরমেশ্বর, এই দুই জনের জীবনকে কল্যাণে পরিপূর্ণ কর। ইঁহাদের গৃহ যেন প্রেম পবিত্রতা ও সদ্ভাবের আধার হয়। সংসারের সব সুখ দুঃখ যেন সমভাবে ইঁহাদের জীবনকে উজ্জ্বল করে, ইঁহাদের প্রেমকে বিমল করে। তোমার আশীর্ব্বাদ ইঁহাদের মিলিত জীবনে অজস্রধারে বর্ষিত হউক।"

আচার্য্যের উপদেশ ও প্রার্থনার পরে চতুর্থ সঙ্গীত হইয়া বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হইবে।

বধূ সম্বর্দ্ধনা

নববধূ পতিগৃহে আসিলে পতির আত্মীয়গণ তাঁহাকে আপনার বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিবেন,—ইহাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ইহাতে

ব্রহ্মোপাসনার পর বধূকে পতিগৃহের কোন গুরুজন অভ্যর্থনা-সূচক কয়েকটি বাক্য বলিবেন। তাহার মধ্যে এই সকল ভাবের কথা থাকিতে পারে :—

আমাদের স্নেহের বধূমাতা রূপে তোমাকে আজ আমরা সাদরে বরণ করি। তুমি এই গৃহে গৃহলক্ষী হ'য়ে বিরাজ কর। স্বামীর হৃদয়ানন্দকারিণী হও। বড় ছোট দাস দাসী সকলের হৃদয়ানন্দ-কারিণী হও। তুমি এ গৃহের সকলের হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী হও। তোমার ভালবাসার গুণে এ বাড়ীর সকলে এবং তোমার পিতৃকুলের সকলে পরস্পরের সহিত গভীর সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হোন্। তুমি উভয় কুলের বন্ধনসূত্র স্বরূপ হও। এ গৃহের সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভাকাঙ্ক্ষা এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রে ঈশ্বর চরণে প্রণত হ'য়ে গৃহধর্ম্মে প্রবেশ কর।

মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

মৃত্যু শয্যায় ঈশ্বরের নাম অপেক্ষা শান্তিপ্রদ ও মধুর কোন বস্তু নাই। পরলোকগমনোদ্যত আত্মীয়ের সম্মুখে তাঁহার আত্মীয়গণ ভক্তি ও ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবেন ও গান করিবেন। আত্মীয়দের হৃদয় সে সময় দুঃখে শোকে অধীর হইবে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু পরলোকগামী আত্মার শান্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা শোকোচ্ছাস দমন করিবেন এবং অনন্তধামের যাত্রীকে দয়াময়ের নাম শুনাইবেন।

মৃত্যুতে শোক মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহা দ্বারা আত্মা-কোমল ও পবিত্র হয়। কিন্তু সেই শোকের প্রকাশ বাহিরে যত অল্প হয় ততই ভাল। সদ্যঃ শোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের নাম ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ের শোকাবেগ প্রশমিত রাখিবেন। আত্মা দেহমুক্ত

হইবার পর কিয়ৎকাল গৃহে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ও ব্রহ্মনাম গান করা উচিত।

তৎপরে তাঁহারা বন্ধুবান্ধবদিগকে সংবাদ দিয়া মৃত দেহের সৎকারের আয়োজন করিবেন। পরলোকগত ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় নিজ দেহ সৎকার সম্বন্ধে কোন বিশেষ ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া গিয়া থাকেন, তবে সকলে তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতেই চেষ্টা করিবেন।

পরিষ্কৃত ও সৎকারার্থ সজ্জিত শবদেহের নিকটে বসিয়া বন্ধুবান্ধবগণ ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।

সৎকারের স্থানে দেহ লইয়া যাইবার সময় পথে ঈশ্বরের নাম গম্ভীর ভাবে গান করিতে করিতে অথবা উচ্চারণ করিতে করিতে গেলে ভাল হয়।

দেহকে দাহ কিংবা সমাধিস্থ করিবার সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে রাখিতে হইবে। যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক দেহকে দাহ কিংবা সমাধিস্থ করা হইবে। তৎ পূর্ব্বে প্রধান শোককারী এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া অগ্নি সংযোগ অথবা মৃত্তিকা প্রদান করিবেন :—

হে জীবন মরণের অধিপতি, তোমার এই সন্তান তোমার করুণায় এত দিন পৃথিবীতে জীবিত থাকিয়া এখন আবার তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার যে দেহকে অবলম্বন করিয়া তুমি এত দিন তোমার করুণা ইঁহার জীবনে প্রকাশ করিয়াছিলে, আমরা শ্রদ্ধার সহিত সেই পরিত্যক্ত দেহের প্রতি আমাদের শেষ কর্ত্তব্য তোমার নাম লইয়া সম্পন্ন করিতেছি। যাহা নশ্বর তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু অমরাত্মা তোমার ক্রোড়ে চির দিন জীবিত থাকিবে। হে পরমেশ্বর, অমর জীবনে তুমি ইঁহাকে রক্ষা কর ও আশীর্ব্বাদ কর, এবং পৃথিবীতে শোকার্ত্ত আমাদিগকে তুমি সান্ত্বনা দাও।

যে ক্ষেত্রে শবদেহ দাহ করা হয় সেখানে সমস্ত দেহ ভস্মীভূত হইবার পর আত্মীয়গণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। যাঁহারা সমাধি নির্ম্মাণের জন্য অস্থি-ভস্ম আহরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ অস্থি-ভস্ম লইয়া আসিবেন।

শ্রাদ্ধ

মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত প্রতি দিন গৃহে ঈশ্বরের উপাসনা হওয়া উচিত। মৃত্যুর কত দিন পরে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। কিন্তু শোকের স্বাভাবিক প্রবলতার মধ্যেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইলে ভাল হয়।

শোকের অবস্থায় স্বভাবতই লোকের আমোদস্পৃহা হ্রাস হইয়া যায়, এবং শান্ত ও সংযত ভাবে থাকিতে ইচ্ছা হয়। শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণ যদি কোন শোকচিহ্ন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দেশীয় রীতি অনুসারেই তাহা করিলে ভাল হয়; কিন্তু অত্যধিক কঠোরতা অথবা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা পরিহার করিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গম্ভীর ভাবে আত্মীয় ও বন্ধুগণ সহ সকলে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য সমবেত হইবেন। প্রধান শোককারীগণ যথাসম্ভব আচার্য্যের নিকটে উপবেশন করিবেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যে ব্রহ্মোপাসনা হইবে, তাহার উদ্বোধন যেন শোকার্ত্ত পরিবারের অন্তরের অবস্থার উপযোগী হয়। মৃত ব্যক্তির স্মরণে হৃদয়ে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা লইয়া, এবং ঈশ্বরের প্রেমে বিশ্বাসী হইয়া আমরা যে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি তাহার অনুভূতি লইয়া, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উদ্বোধন ও উপাসনা হইবে।

তৃতীয় সঙ্গীতের পর শ্রাদ্ধকর্ত্তা মৃতব্যক্তির গুণাবলী বিবৃত করিবেন, এবং পরলোকগত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিবেন। এই বিবৃতি লিখিত হইলেই ভাল হয়। শোকোচ্ছ্বাস প্রভৃতি পরিহার করিয়া যথাসম্ভব শান্ত ও সংযত ভাষাতেই উহা লিখিত হওয়া ভাল।

যদি শ্রাদ্ধকর্ত্তা ইচ্ছা করেন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পাঠও হইতে পারে। কিন্তু তাহা যেন অতি দীর্ঘ ও অতি সাধারণ ভাবের না হয়। মৃত ব্যক্তির জীবন, শ্রাদ্ধকারীদের মনের অবস্থা ও পরিবারের অবস্থা, প্রভৃতির উপযোগী করিয়া শাস্ত্র বাক্য নির্ব্বাচন করা উচিত।

গৃহ প্রবেশ

গৃহস্থের নিজস্ব নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে বন্ধুগণসহ তাহাতে বসিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করা স্বাভাবিক।

গৃহ প্রবেশের দিন সম্ভব হইলে সর্ব্বাগ্রে গৃহের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করা, এবং দ্বারে প্রবেশের সময় গৃহস্বামীর একটু ধন্যবাদসূচক প্রার্থনা করা বাঞ্ছনীয়।

বাসগৃহের একটি প্রকোষ্ঠ নিত্য উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলে গৃহে ধর্ম্মশ্রী রক্ষা করিবার সহায়তা হয়।

গৃহ প্রবেশের দিন নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ সহ গৃহস্বামী, গৃহস্বামিনী, অথবা সকলে শ্রদ্ধেয় কোন অপর ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। নূতন গৃহ লাভের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া, এবং উহাতে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ-রূপে জীবন ধারণ করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে বল ভিক্ষা করিয়া গৃহস্থ প্রার্থনা করিবেন।

পরিশিষ্ট

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্রাহ্মসমাজ

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট, ১৭৫০ শকাব্দের, ১২৩৫ বঙ্গাব্দের **৬ই ভাদ্র**, বুধবার, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় কলিকাতায় চিৎপুর রোডের একটি গৃহে (বর্ত্তমানে ৪৮নং আপার চিৎপুর রোড) ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করেন। সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিপূজা পরিহার করিয়া, এবং জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মানুষ একত্র হইয়া এক মাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে, এই উদ্দেশ্য লইয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী, ১৭৫১ শকাব্দের, ১২৩৬ বঙ্গাব্দের **১১ই মাঘ**, শনিবার, রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের একটি নিজস্ব উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গৃহ এখন আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডে অবস্থিত। এই মন্দিরে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর, ১৭৬৫ শকাব্দের, ১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তদবধি ব্রাহ্মগণ একটি সমাজবদ্ধ হইলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর, ১৭৮৮ শকাব্দের, ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ২৬শে কার্ত্তিক, রবিবার, ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় নেতা কেশবচন্দ্র সেন

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের আদিম উদ্দেশ্যের সহিত পারিবারিক ও সামাজিক সমুদয় দৈনিক কার্য্য এবং সমুদয় নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, এই আদর্শ যোজনা করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট, ১৭৯১ শকাব্দের, ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাদ্র, রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কলিকাতায় ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এই মন্দিরে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ঈশ্বরের উপাসনা হয়। ইহার কার্য্যালয় গ্রন্থাগার প্রভৃতিও মন্দির সংলগ্ন একটি ভবনে অবস্থিত।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে, ১৮০০ শকাব্দের, ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তাবৎ উদ্দেশ্যের সহিত, সমাজের সমুদয় সদস্যগণের মতানুসারে এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালী অবলম্বনে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করা, এই উদ্দেশ্য যোজনা করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী, ১৮০২ শকাব্দের, ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ শনিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কলিকাতায় ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এই মন্দিরে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ঈশ্বরের উপাসনা হয়। রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিনে মন্দিরের পশ্চাতে ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ স্মৃতিভবনে সাধনাশ্রম উপাসনাগৃহে) প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ঈশ্বরের উপাসনা হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাগার, কার্য্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র মন্দিরের দক্ষিণে ২১১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবস্থিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার যোগ্যতা

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী হইতে উদ্ধৃত)

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক :—(ক) ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি থাকা। (খ) অষ্টাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক হওয়া। (গ) সচ্চরিত্র হওয়া এবং নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে যত্নশীল হওয়া। (ঘ) পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে গার্হস্থ্যাদি অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া।"

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান দুই উৎসব

বৎসরের নানাবিধ সময়ে নানা স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে উৎসব হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এই দুইটি প্রধান :—৬ই ভাদ্র ও তৎ-সন্নিহিত কয়েক দিনে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার স্মরণোৎসব, এবং ১১ই মাঘ ও তৎসন্নিহিত কয়েক দিনে প্রথম ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার স্মরণোৎসব।

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কয়েকটি পুস্তক

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ০'৬২
ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত। রাজনারায়ণ বসু ০'২৫
ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ০'৫০
সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজ। প্রসন্নকুমার রায় ০'১২
ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস। বরদাকান্ত বসু -সম্পাদিত ০'২৫
ব্রাহ্মের লক্ষণ। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস ০'২৫
ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ। শ্রীসুধাংশুকুমার দাস ০'৩৭

রামমোহন রায়

রামমোহন-গ্রন্থাবলী। একত্র বাঁধাই ১৬'৫০
তুহ্‌ফৎ-উল-মুওয়াহিদ্দিন।
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস -অনূদিত ১'২৫
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত।
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ভারত পথিক রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজা রামমোহন রায়। শশিভূষণ বসু ০'৫০
রামমোহন-প্রসঙ্গ। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১'২৫

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আত্মজীবনী ১২৲

শিবনাথ শাস্ত্রী

ধর্মজীবন। ১-৩ প্রতি খণ্ড ১'৫০
আত্ম-পরীক্ষা ১৲
গৃহধর্ম ১৲
মাঘোৎসবের উপদেশ ২'৫০
মাঘোৎসবের বক্তৃতা ২৲
আত্মচরিত ৪৲

ধর্মপ্রসঙ্গ

সাকার ও নিরাকার উপাসনা। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ০'২৫
ধর্মসাধনার মধুচক্র। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ২৲
নবযুগের আহ্বান। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ২৲
ধর্মসাধন। ললিতমোহন দাস ০'৭৫
নিবেদন। ললিতমোহন দাস। পূর্বার্ধ, উত্তরার্ধ প্রতিটি ০'৫০
আমার শাস্ত্রপাঠ। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস ১৲
শ্রদ্ধায় স্মরণ। লাবণ্যপ্রভা সরকার ০'৫০
দৈনিক। লাবণ্যপ্রভা সরকার ২৲

ইতিহাস

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া।
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১'২৫
বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা বা
রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন। শ্রীযোগানন্দ দাস ২'৫০
বাংলার নারীজাগরণ। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১'২৫
সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত ১'৫০